অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি

জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের সুপারিশ

Public Administration Training Centre Library
Savar,
Dhaka.
Estd. 1984

প্রথম অধ্যায়

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবেঃ

১·১ জনগণকে সুষ্ঠুভাবে জীবন ধারণ ও মানস চিত্ত-বিকাশের জন্য জ্ঞান, কর্মকুশলতা, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করার সুযোগ প্রদান করা এবং নীতিজ্ঞান ও শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ সম্পন্ন সুস্থ, চরিত্রবান ও আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা।

১·২ দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন আনার জন্য দক্ষ, সৃজনশীল, উৎপাদনক্ষম, দেশপ্রেমিক, দায়িত্ববান ও কর্তব্যপরায়ণ জনশক্তি গড়ে তোলা।

১·৩* দারিদ্র্যের কারণে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টির জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

১·৪ শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রাম-শহর, সরকারী-বেসরকারী, মহিলা-পুরুষ, ধনী-নির্ধনের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য সম্পর্কে চেতনা সৃষ্টি করা এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা দান করা এবং এই বৈষম্যের অবসান ঘটানো।

১·৫ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যেমন—ভূমি ব্যবস্থা সংস্কার, শ্রমনীতি, সম্পদ বণ্টন ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনে চেতনা সৃষ্টি করা।

১·৬* শিক্ষার্থীর মনে তার পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি করা, পরিবেশ নিষ্কলুষ রাখা ও জাতীয় সম্পদ যথাযথ সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতন করা এবং তাকে বাস্তব সমস্যার বাস্তব সমাধান সন্ধানে অনুপ্রাণিত করা।

১·৭ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল মানুষের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা অব্যাহত রাখা ও বিকশিত করা।

১·৮* সকল পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষার ব্যবহার করা।

১·৯ উদার বিশ্বমানবতা ও সৌভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠায় সকল নাগরিককে উদ্বুদ্ধ করা।

১·১০ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীকে সচেতন করা এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।

১·১১ জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা সৃষ্টি করা এবং তাদের মধ্যে শ্রেণীচেতনার বিকাশ করা।

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাথমিক শিক্ষা

২.১ দেশের গণমানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশ, জাতীয় উন্নয়ন এবং গ
শিক্ষিত করে তোলার জন্য সুষ্ঠু ও গতিশীল প্রাথমিক
এ শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসে
নৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানো, অর্থনৈ
প্রতি সচেতন করে তোলা, দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ
প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করা এবং সমাজবিরোধী কার্যক
গড়ে তোলা। বিশেষত সামাজিক মূল্যবোধের পুনর্বি
প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টির জন্য গুরুত্ব আরোপ করা।

২.২ প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপ্তি হবে পাঁচ বছর। এই শি
বয়স্ক শিশুর জন্য।

২.৩ প্রাথমিক শিক্ষা হবে সার্বজনীন, বাধ্যতামূলক ও
পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাকে
করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৭৯ সালের মধ্যে
হবে। অতঃপর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম
১৯৮২ ও ১৯৮৩ সালের মধ্যে বাধ্যতামূলক হবে

২.৪ প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার ফলে যে-স
প্রয়োজন হবে তা নিম্নোক্তভাবে মেটানো যেতে পারে।

(ক) মোটামুটি প্রতি গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয়
করে আনুমানিক ত্রিশ হাজার নতুন পাঠশালা স্থাপ
নতুন পাঠশালা গৃহে প্রথম বছর কেবলমাত্র প্রথম
নির্মাণ করলেই চলবে। পর্যায়ক্রমে প্রতি বছর শ্রে
সঙ্গে একটি করে কক্ষ সংযোজন করতে হবে।

(খ) এই নতুন পাঠশালা প্রতিষ্ঠায় সকল নির্মাণ সা
তারকাঁটা ইত্যাদি স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত
ব্যবহারে ভবন নির্মাণের কাজ সমাধা করতে

(গ) সরকারী অর্থে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত প
পাশাপাশি এই নতুন পাঠশালা ১৯৮৩ সাল
শিক্ষক নিয়োগের জন্য জাতীয় শিক্ষা কর্মীদ
শিক্ষিত জনসাধারণ, সরকারী কর্মচারী, মাধ্যমি
ছাত্র-ছাত্রী ও প্রয়োজনবোধে সামরিক বাহিনী
কর্মীদল সৃষ্টি করতে হবে।

(ঘ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উচ্চতর পর্যায়, কলেজ
ছাত্রীদের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শিক্ষা কার্যক্র
ভাবে গ্রামের উন্নয়ন কর্মে অংশগ্রহণের পরি
বহুলাংশে পূরণ করা যেতে পারে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বাস্তবায়ন ও শিক্ষার জন্য অর্থ সংস্থান

১৫.১ ১৯৮৫ সালের মধ্যে শিক্ষার ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ পর্যায়ক্রমে জাতীয় আয়ের ৭% এ আনতে হবে।

১৫.২ মাসিক তিন হাজার টাকার অধিক আয়ের লোকদের দেয় বাৎসরিক আয়করের উপর ১০% টাকার হারে সারচার্জ ধার্য করা যেতে পারে।

১৫.৩ প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্রের পাশাপাশি শিক্ষা সঞ্চয়পত্র চালু করে অতি প্রয়োজনীয় মূলধন খাতে অর্থ সংগ্রহ করা যেতে পারে।

১৫.৪ প্রয়োজনবোধে নির্বাচিত বিদ্যালয়সমূহে ডবল শিফট ব্যবস্থার প্রচলন করে নির্মাণ ব্যয় আপাতত বাঁচাতে হবে।

১৫.৫ বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে স্মৃতি সংরক্ষণে অভিলাষী নাগরিকদের কাছ থেকে জমি, বাড়ি বা অর্থ দান হিসেবে এবং সন্তানহীন অথচ উত্তরাধিকারহীন নাগরিকদের বিষয় সম্পত্তি গ্রহণ করা যেতে পারে। ব্যক্তি সংস্থা, স্থানীয় ও জাতীয় সরকার কর্তৃক বিদ্যায়তনসমূহকে জমি, পুকুর, গৃহ, শিল্প প্রতিষ্ঠান বা অন্যান্য উৎপাদনমূলক প্রতিষ্ঠান বা সম্পত্তি দানে উৎসাহিত করতে হবে। বিদ্যায়তনসমূহের কাজ হবে এসব সম্পত্তিকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কাজে লাগিয়ে যথাসম্ভব বেশি আয়ের ব্যবস্থা করা। এর রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের পূর্ণ দায়িত্ব থাকবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। এ দায়িত্ব পরিচালনা পরিষদ, শিক্ষক, ছাত্র, সবাই অনুভব করবে এবং তাঁরা এতে শ্রম দেবেন।

১৫.৬ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সরাসরি শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দ করতে হবে যাতে করে কারিগর উৎপাদনের ব্যয়ে তাদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, যেমন চেম্বার অব কমার্স, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, সমবায় বীমা, ব্যাঙ্ক, ইত্যাদি নিজ নিজ এলাকার বিদ্যায়তনসমূহকে বার্ষিক অর্থ সাহায্য, উপকরণ দান, গৃহনির্মাণে বা রক্ষণাবেক্ষণে সাহায্য, বৃত্তি দান করার ব্যাপারে সরকারীভাবে এবং সামাজিকভাবে উৎসাহিত করতে হবে।

১৫.৭ শিক্ষা সংস্কারের সমান্তরাল মৌলিক এবং গণমুখী ভূমি ব্যবস্থা ও আইনসমূহের সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৫.৮ যেখানেই সম্ভব—যেমন, টেকনিক্যাল স্কুল, খামার স্কুল প্রভৃতির শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা পাঠদানের সাথে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে উৎপাদনমূলক কাজ করবেন এবং আয়ের একটা অংশ বিদ্যায়তনকে দেবেন।

১৫.৯ যেখানে সম্ভব শিক্ষকরা সরকার, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, অন্য যে কোনো সংস্থার পক্ষে কনসালটেন্সি ধরনের কাজ করবেন এবং এর মাধ্যমে যে আয় হবে তার একতৃতীয়াংশ বিদ্যায়তনকে প্রদান করবেন।

(ঙ) নতুন পাঠশালায় শিক্ষকতা করার জন্য উপরোক্ত পদ্ধতিতে নিয়োজিত শিক্ষকদের সমহারে উৎসাহব্যঞ্জক মাসিক বৃত্তি (পরামর্শঃ ১০০ টাকা) দিতে হবে।

(চ) ১৯৮৩ সালের মধ্যে এই অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ সমাধা করতে হবে। এর ফলে বর্তমানের ১,৭৫,০০০ শিক্ষকের অতিরিক্ত আনুমানিক ১,৫০,০০০ শিক্ষকের প্রয়োজন হবে। প্রতি বছর ৩০,০০০ শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে ১৯৮৩ সাল নাগাদ এই নিয়োগ সমাধা করা যেতে পারে।

(ছ) বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তনে বর্তমানে যে-সব বিদ্যালয়ের ছাত্র বেতনজনিত আয় হ্রাস পাবে, সেখানে সমপরিমাণ অর্থ সরকার পূরণ করবেন।

২·৫ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকারের সৃষ্ট বর্তমান সুযোগ সুবিধার যেমন পূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে না, তেমনি সুযোগের প্রচুর অপচয় হচ্ছে। এসব সুযোগের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

(ক) বর্তমানের ৩৭,০০০ বিদ্যালয়ে গড়ে প্রতি স্কুলে ২৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী থাকবার কথা, তা প্রায় কোনো বিদ্যালয়েই নেই। অর্থাৎ বিদ্যালয় গৃহ রয়েছে, প্রয়োজনীয় শিক্ষক রয়েছে, কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী নেই। ভর্তি হয়ে কিংবা না হয়ে এই অনুপস্থিতি কিংবা বিদ্যালয় ছেড়ে দেওয়ার কারণসমূহের অন্যতম কারণ বিরাট সংখ্যক ভূমিহীন অথবা সামান্য ভূমি-অধিকারী কৃষি-মজুর বা কৃষকদের চরম দারিদ্র্য।

(খ) শিক্ষা জীবনের যাত্রা শুরুতেই এই ব্যাপকহারে বিদ্যালয় বর্জনের পরি-প্রেক্ষিতে শিক্ষা সংস্কারের সমান্তরালভাবে অবিলম্বে ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার কিংবা কুটির শিল্প স্থাপনের পুঁজি সরবরাহসহ মৌলিক, সামাজিক, অর্থ-নৈতিক সংস্কারের পদক্ষেপ গৃহীত না হলে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কোনো কর্মসূচী বাস্তবায়ন ফলপ্রসূ হবে না।

২·৬ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে দেশের সর্বত্র প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যসূচী অভিন্ন হবে। বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে ইবতেদায়ী পর্যায়ের বিদ্যালয়ের বেলাতেও এই অভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষাসূচী প্রবর্তিত হবে। সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শ্রেণীগুলিতে একই ব্যবস্থা চালু হবে।

২·৭ দেশে বর্তমানে চালু ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তথাকথিত কিন্ডার গার্টেন ও এই ধরনের বিশেষ স্কুল বৃহত্তর জনসমষ্টির স্বার্থের পরিপন্থী বিধায় এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান বন্ধ ক'রে দিতে হবে। এই সমস্ত বিশেষ প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক স্কুলে রূপান্তরিত হবে এবং প্রাথমিক স্তরের অভিন্ন পাঠ্যসূচী অনুযায়ী শিক্ষা দান করবে।

২·৮ প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা ভাষা। এর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীতে প্রয়োজনীয় বিষয়ের সাথে সৌন্দর্যবোধ, শিল্পকলা, পরিবেশ পরিচিতি, স্থানীয় ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক এবং উৎপাদন সম্পর্কিত বিষয়াদি সন্নিবেশিত হবে। স্থানীয় বা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য পরিবেশ পরিচিতিতে প্রতিফলিত হবে। পাঠ্যসূচীর অংশ হিসেবে মুক্তাঙ্গন শিক্ষাকার্যক্রমের মাধ্যমে ছাত্ররা বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করবে।

২·৯ ইউনিয়ন শিক্ষা কমিটি ভূমিহীন প্রান্তিক চাষী ও অন্যান্য
দের ছেলেমেয়েদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষার
প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎস
অভিভাবকদের ছেলেমেয়েদের জন্য পুষ্টি সম্পূরক

২·১০ প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের প্রশিক্ষণ
নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

(ক) স্থানীয় প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ ও অন্যান্য
ছুটির সময়ে স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্

(খ) শিক্ষক প্রশিক্ষকদের ভ্রাম্যমান দল গঠন ক
ভিত্তিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(গ) নিকটতম প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্
নির্ধারিত মাধ্যমিক স্কুলে স্থানীয় অভিজ্ঞ
স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

২·১১ প্রাথমিক শিক্ষকদের বর্তমান চাকুরী মর্যাদা অক্ষ
হবে। সারাদেশে সকল প্রাথমিক শিক্ষক এক আ
করবেন। এ উদ্দেশ্যে একটি সুষ্ঠু আইন প্রণয়নের ব

২·১২ প্রাথমিক ও বিশেষ করে নতুন পাঠশালায় শিক্ষকতার
মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। মহিলা শিক্ষকদের
শিক্ষাগত যোগ্যতার মান নিয়োগের সময় সাময়িকভাবে
কিন্তু পরবর্তীকালে যথাসম্ভব অল্প সময়ের ভেতর
করতে হবে। মহিলা শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের

২·১৩ (ক) প্রাথমিক শিক্ষা স্থানীয় সরকারের
ইউনিয়ন শিক্ষা কমিটি নিম্নলিখিত সদ

ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধি

নির্বাচিত প্রধান প্রাথমিক শিক্ষক

প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকদের প্রতিনিধি

মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষকদের প্রতিনিধি

অভিভাবকের প্রতিনিধি

মহিলা প্রতিনিধি

ইউনিয়ন পর্যায়ের সরকারী কর্মচারী

বিদ্যানুরাগীদের মধ্য থেকে

থানা প্রশাসন কর্তৃক মনোনীত

(খ) ইউনিয়ন শিক্ষা কমিটির অধীনে প্রত্যেক প্রাথমিক স্কুল এবং এর আয়ত্বাধীন নতুন পাঠশালার জন্য একটি পরিচালনা পরিষদ গঠিত হবে। এই পরিষদ নিম্নলিখিতভাবে গঠিত হবেঃ

ইউনিয়ন শিক্ষা কমিটির প্রতিনিধি	...	পদাধিকারবলে সভাপতি
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক	...	পদাধিকারবলে সদস্য-সচিব
শিক্ষক প্রতিনিধি	...	২ জন
মাধ্যমিক শিক্ষক প্রতিনিধি	...	১ জন
অভিভাবক প্রতিনিধি	...	২ জন
মায়েদের প্রতিনিধি	...	২ জন
গ্রাম পর্যায়ের সরকারী কর্মচারী	...	২ জন

২·১৪ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় মন্ত্রণালয়ে একটি বিশেষ বিভাগ (ডিভিশন) স্থাপন করা হবে। এই বিভাগের বিশেষ দায়িত্ব হবে নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, অর্থ সংস্থান, আইনবিধি প্রণয়ন, মান নির্ধারণ, সমন্বয় সাধন, ইত্যাদি। শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিচালনার দায়িত্ব জেলা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে। প্রত্যেক জেলায় একটি স্বায়ত্বশাসিত জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ গঠন করা হবে। (জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের গঠন পদ্ধতি শিক্ষা প্রশাসন অধ্যায়ে আলোচিত হবে)। এতে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকসহ অন্যান্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব থাকবে। এই সংগঠনই প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিচালনার সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। এর অধীনেই প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন এবং স্থানীয় সরকারকে পরামর্শদান, ইত্যাদি কার্য পরিচালিত হবে।

২·১৫ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনা করবেন এবং বিদ্যালয়ের যাবতীয় কাজকর্মের জন্য তিনি বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের নিকট দায়ী থাকবেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ এবং এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত নতুন। পাঠশালার শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীবৃন্দ তাদের কাজ-কর্মের জন্য প্রধান শিক্ষকের নিকট দায়ী থাকবেন। প্রধান শিক্ষক এই দায়িত্ব পালনের জন্য উচ্চতর বেতনক্রম বা বিকল্পে বেতনের শতকরা দশভাগ হিসেবে অতিরিক্ত ভাতা পাবেন।

২·১৬ স্থানীয় ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া, উৎপাদন মওসুম, হাট-বাজার, অর্থনৈতিক, সামাজিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ইউনিয়ন শিক্ষা কমিটি স্কুলের সময়সূচী নির্ধারণ করবেন।

২·১৭ প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদ জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে এবং ইউনিয়ন শিক্ষা কমিটির তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষার সমাপনী পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। বর্তমানে প্রচলিত বৃত্তি পরীক্ষা প্রস্তাবিত জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ সরাসরি পরিচালনা করবেন।

২·১৮ ইউনিয়ন শিক্ষা কমিটি নতুন পাঠশালার স্থান নির্ধারণ, শিক্ষক নিয়োগ ও স্কুল পরিচালনা করবেন। এলাকার প্রত্যেকটি নতুন পাঠশালা স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধীনে থাকবে।

২.১৯ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যয়ভার নিম্নলিখিতভাবে

(ক) যে ব্যয় জাতীয় সরকার বহন করবেন:

(১) প্রাথমিক বিদ্যালয় ও নতুন পাঠশালার সব ও ভাতা এবং শিক্ষা উপকরণ (বই, ম্যাপ,

(২) ভূমিহীন গরীব চাষী ও অন্যান্য দরিদ্র শ্রেণ অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের খরচ।

(৩) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সব ছাত্র-ছাত্রীর

(৪) দরিদ্র শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের পুষ্টি

(৫) শিক্ষক প্রশিক্ষণের যাবতীয় খরচ।

(খ) যে ব্যয় স্থানীয় (গ্রাম ও ইউনিয়ন) সরকার

গৃহনির্মাণ, মেরামত আসবাবপত্র, অন্যান্য ও বিদ্যালয়ের খামারের জন্য জমি, পুকুর ইত্য নির্দিষ্ট খাত ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের ব্যয়ভা জনসাধারণকে বিশেষভাবে অভিভাবকগণকে সম্পদ সংগ্রহ করে এই সমস্ত দায়িত্ব পালন

২.২০ প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের বেতন দ্রব্যমূল্যের সমযোগ্যতা সম্পন্ন সরকারী কর্মচারীদের সাথে

তৃতীয় অধ্যায়

মাধ্যমিক শিক্ষা

৩.১ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় তিনটি স্তর থাকবে—নিম্ন মাধ্যমিক: ৩ বছর, মাধ্যমিক: ২ বছর ও উচ্চ মাধ্যমিক: ২ বছর এবং তিনটি স্তরেই প্রান্তিক পরীক্ষা হবে নবম শ্রেণী থেকে সাধারণ বিষয় ছাড়াও শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন ঐচ্ছিক বিষয় থাকবে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান মানবিক, কৃষি বাণিজ্য, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, ললিতকলা শিক্ষা বিজ্ঞান ইত্যাদি বিভাগ থাকবে। বৃত্তিমূলক, কারিগরি কৃষি ও চিকিৎসা শিক্ষাকেও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক ব্যবস্থার সংগে সংযোজিত ও সমন্বিত করা হবে। নিম্ন-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে যে কোনো একটি কারিগরি বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থা থাকবে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরকেই সাধারণ শিক্ষার সর্বশেষ স্তর হিসেবে গণ্য করতে হবে। নিম্ন-মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের সব প্রান্তিক পরীক্ষাই জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ পরিচালনা করবেন।

৩.২ কোনো শিক্ষার্থী এস. এস. সি. পরীক্ষা পাশের পূর্বে যে কোনো শ্রেণী থেকে বিদ্যালয় ত্যাগ করলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে পঠিত বিষয়ে এবং কারিগরি বিষয়ে সার্টিফিকেট প্রদান করবেন। এস এস সি. পরীক্ষায় কোনো ছাত্র এক বা একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্য হলে পরবর্তী এক বা একাধিক বছরে কেবলমাত্র সেই বিষয়গুলোতে পাশ করলেই তাকে এস. এস. সি পাশ বলে সম্মতি প্রদান করতে হবে। কেউ কারিগরি বিষয়ের সঙ্গে অন্য যে কোনো দুটি বিষয়ে এস. এস. সি. পরীক্ষায় পাশ করলে তাকে সে বিষয়গুলোতে পাশ সার্টিফিকেট প্রদান করতে হবে। তবে পরবর্তী উচ্চস্তরে ভর্তির জন্য তাকে সেই স্তরের ন্যূনতম যোগ্যতা (নির্ধারিত বিষয়ে এবং মান) অর্জন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলে বাধ্যতামূলক বিষয় বাংলা ইংরেজি ছাড়া পদার্থ, রসায়ন ও জীববিদ্যায় নির্দিষ্ট মান বজায় রেখে পাশ করতে হবে।

৩.৩ একজন শিক্ষার্থীকে যে কোনো বয়সে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে পড়াশুনা করার অধিকার দেয়া হবে।

৩.৪ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর শিক্ষার্থী যেকোনো পেশায় প্রথম ধাপে নিয়মিত সম্ভব উপযুক্ততা লাভ করবে। ভবিষ্যতে যেসব পদে নিয়োগের জন্য উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাকেই শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে নির্দিষ্ট করা হবে সে সব পদে উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য সাধারণ বিবেচনা করা হবে না।

৩.৫ মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা ভাষা। ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ইংরেজী দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শিক্ষা দেয়া হবে। নবম শ্রেণী থেকে আরো যে কোনো একটি বিদেশী ভাষা ঐচ্ছিক ভাষা হিসেবে প্রবর্তন করা যেতে পারে।

৩.৬ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যসূচীতে স্থানীয় পরিবেশ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৩.৭ (ক) রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল ব্যয় বহুল ও বত-
উপযোগী না হওয়ায় এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য স
সাধারণ সরকারী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কু

(খ) ব্যয়বহুল ও বিশেষ ধরনের শিক্ষার উপযোগী
সমস্ত ব্যয়ভার সামরিক খাত থেকে বহন কর
বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত হবে। এই স
ভবিষ্যতে সামরিক বিভাগের বিভিন্ন শা
ভর্তি করার ব্যবস্থা থাকবে। উত্তীর্ণ
চাকুরী করতে হবে।

(গ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাধারণভাবে অধিক
ব্যবস্থা করতে হবে এবং এ উদ্দেশ্যে অ
কাজে হাত দিতে হবে।

৩.৮ ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জ
বর্তমানে চালু বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়
নির্দিষ্ট করে দেবেন এবং অবিলম্বে সরকার
সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমযোগ্যতা
ঘাটতি বেতন পূরণ ও তাঁদের প্রশি গের
নীতি বাস্তবায়নের ফলে কোনো চালু বেসরক
বিদ্যালয়কে শিক্ষার অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান সে
উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে তাঁদের যোগ্যতা
নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করা হবে। প্রয়োজন
নতুন বিদ্যালয় স্থাপন অথবা অনুমোদন দান করবেন।

৩.৯ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনায় স্থানীয় সরকার,
সক্রিয় ও কার্যকর অংশগ্রহণের ব্যবস্থা রাখা হবে।

৩.১০ সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহে বিদ্যম
দূরীকরণের জন্য সরকার বাস্তবানুগ ব্যবস্থা

৩.১১ মাধ্যমিক স্তরে পূর্বে উল্লেখিত শিক্ষাক্রম ছা
একটি স্বতন্ত্র ধারা থাকবে। প্রাথমিক শি
পরিত্যাগকারী ও বয়স্কদের জন্য স্থানীয় চাহি
বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ধরন ও মেয়াদ নির্ধারিত

চতুর্থ অধ্যায়

মাদ্রাসা শিক্ষা

৪·১ মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও উৎপাদনমুখী করার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কারের উদ্যোগ নিতে হবে।

৪·২ মাদ্রাসা শিক্ষার ইবতেদায়ী স্তরগুলিকে সার্বজনীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করতে হবে, তবে উক্ত পাঠ্য তালিকায় মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত একটি অতিরিক্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

৪·৩ মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীকে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর তুলনায় চূড়ান্ত পর্যায়ের শিক্ষা সমাপ্ত করতে দু বছর সময় অতিরিক্ত ব্যয় হয় বলে সে দু বছর সময় কমিয়ে এনে মোট ব্যয়িত সময়ের সমন্বয় সাধন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৪·৪ মাদ্রাসার সর্বস্তরে বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দান করা হবে এবং এর জন্য মাদ্রাসা বোর্ড ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৪·৫ মাদ্রাসার শিক্ষা দান পদ্ধতির আধুনিকায়নের জন্য অবিলম্বে বাংলাদেশ শিক্ষা সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের অধীনে মাদ্রাসা শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করতে হবে।

৪·৬ সাধারণ শিক্ষা প্রবর্তন ও আধুনিকায়নের পর মাদ্রাসার দাখেল স্তরকে মাধ্যমিক, আলেমকে উচ্চ মাধ্যমিক, ফাজেলকে স্নাতক এবং কামেলকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর সমমর্যাদা প্রদান করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

৪·৭ দু ধারার শিক্ষার মধ্যকার বিরাজমান বৈষম্য দূরীকরণের জন্য স্কুল-কলেজ-শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মচারীদের বেতন কাঠামো ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অনুরূপ বেতন কাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা সমযোগ্যতার ভিত্তিতে মাদ্রাসা শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মচারীদের প্রদান করা যেতে পারে।

৪·৮ যে-সব ইবতেদায়ী মাদ্রাসাকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হবে তার শিক্ষকগণকে যোগ্যতা অনুসারে রূপান্তরিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকুরী প্রদান করতে হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

বৃত্তিমূলক শিক্ষা

৫·১ উৎপাদনমুখী শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে বৃত্তিমূলক শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে শিক্ষাদান করে দক্ষতার সাথে বিভিন্ন কারিগরি ও উৎপাদনমূলক কাজ সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে বাস্তবে রূপদান করতে এবং বৃত্তির মাধ্যমে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করতে সাহায্য করা।

৫·২ বর্তমানে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত এবং মান নিম্ন হওয়ার জন্য দেশে দক্ষ কর্মীর অভাব ও বিপুল বেকারত্ব বিরাজ করছে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ সমস্যা আরো জটিল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই বিভিন্ন বয়স ও বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাপ্রাপ্ত যুব সম্প্রদায়কে কর্মমুখী করে তুলে স্বাবলম্বী হয়ে স্বাধীনভাবে আত্মমর্যাদার সংগে জীবনযাপন করতে সাহায্য করা হবে এ শিক্ষার উদ্দেশ্য।

৫·৩ সুষ্ঠু কার্যক্রমের জন্য প্রকৌশলী টিমের গড় অনুপাত ১ঃ৫ঃ৩০ হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং সে অনুসারে ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিশিয়ান এবং ট্রেডসম্যান সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

৫·৪ ট্রেডসম্যানরা অশিক্ষিত, আধাশিক্ষিত ও সর্বস্তরের স্কুল পরিত্যাগকারী যুবকরাও হতে পারে। এজন্য বিভিন্ন প্রকার বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য বিভিন্ন মেয়াদী কোর্স চালু করা প্রয়োজন। এ শিক্ষা আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দু'রকমই হতে পারে।

৫·৫ আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ভিত্তি হবে মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর। অষ্টম শ্রেণীর পর বৃত্তিমূলক কোর্স আরম্ভ হবে এবং এর মেয়াদ হবে সাধারণভাবে দু বছর। মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণ শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রকৌশল শিক্ষা, ব্যবসায়িক শিক্ষা, কৃষি শিক্ষা, চিকিৎসা শিক্ষা, ললিতকলা শিক্ষা ইত্যাদি থাকতে পারে। স্থানীয় প্রয়োজন অনুযায়ী বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রম প্রবর্তিত হবে।

৫·৬ কোনো মাধ্যমিক বিদ্যায়তনের যে শাখায় কৃষি শিক্ষা দেয়া হবে তাকে একটি খামার স্কুল হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তেমনি এরূপ কোনো বিদ্যালয়ে চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হলে তাকে একটি হাসপাতাল কেন্দ্র করে গড়ে তুলতে হবে। এসব বিদ্যালয় থেকে শিক্ষা লাভ করে তারা আশেপাশের গ্রামে কাজ করবে।

৫·৭ খামার স্কুলের বিভিন্ন পর্যায়ে কৃষি বিষয়ক কোর্স থাকবে। এতে নিরক্ষর এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিত্যাগকারীদের জন্যও বিশেষ কোর্স থাকবে। স্থানীয় অভিজ্ঞ চাষী বা জেলেদের খামার স্কুলে শিক্ষকতা করার ব্যবস্থা থাকবে। এই স্কুল স্থানীয় চাষী, জেলে এবং কৃষিবিষয়ক সরকারী কর্মচারীদের সংগে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করবে। এই স্কুলের নৈশ বিভাগে বয়স্কদের জন্য কৃষিবিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু থাকবে।

৫·৮ মাধ্যমিক বিদ্যায়তনের যে শাখায় বৃত্তিমূলক ও কারিগরি বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হবে সেটি ওয়ার্কশপ স্কুল হিসেবে গড়ে উঠবে। স্থানীয় প্রয়োজনে যত বড় এবং যে রকমের ওয়ার্কশপ দরকার হয় সেরকম একটি ওয়ার্কশপকে কেন্দ্র করে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হবে। লেখাপড়া না জানা দক্ষ কারিগরেরাও ওয়ার্কশপ স্কুলে শিক্ষকতা করতে পারবেন। অন্ততপক্ষে খণ্ডকালীন শিক্ষকতার জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করা হবে। নিরক্ষর বা প্রাথমিক বিদ্যালয় ত্যাগকারীদের জন্য ওয়ার্কশপ স্কুলে বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম চালু থাকবে। যারা বিভিন্ন কারিগরি পেশায় নিয়োজিত আছে তাদের অধিকতর শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য খণ্ডকালীন ছাত্র অথবা শিক্ষানবীস হিসেবে ওয়ার্কশপ স্কুলে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হবে। ওয়ার্কশপ স্কুল স্থানীয় কারিগর, প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখবে। নৈশ বিভাগে সকল বয়সের শিক্ষার্থীর জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। এই স্কুলের নৈশ বিভাগে স্থানীয় স্বল্পশিক্ষিত চিকিৎসক, দাই, পরিবার পরিকল্পনা কর্মী, আসন্নপ্রসবা মা, স্বাস্থ্যকর্মী, সমাজ-কর্মী, উৎসাহী লোকদের প্রাসঙ্গিক স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রশিক্ষণ দান করা হবে।

৫·৯ বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপযোগী বাংলা ভাষায় রচিত পাঠ্যপুস্তকের একান্ত অভাব আছে। এই শিক্ষাক্রমকে সার্থক করতে হলে জরুরী ভিত্তিতে বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনায় দক্ষ এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকদের আকর্ষণীয় পারিশ্রমিক ও প্রয়োজনীয় উপকরণ দ্বারা উৎসাহিত করতে হবে। প্রয়োজনবোধে উপযুক্ত পাঠ্য-পুস্তকের বঙ্গানুবাদও করা যেতে পারে।

৫·১০ বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন মেয়াদী খণ্ডকালীন প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে। প্রয়োজন-বোধে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও এই ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৫·১১ বৃত্তিমূলক শিক্ষা সাধারণ শিক্ষা অপেক্ষা অধিকতর ব্যয় সাপেক্ষ হওয়ায় লাগসই প্রযুক্তির উপর জোর দিতে হবে। সুতরাং সুষ্ঠু পরিকল্পনানুযায়ী এ শিক্ষায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না হলে অপচয়ই হবে বেশি। বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণের অভাব অতি প্রকট। স্থানীয়ভাবে যেমন বাংলাদেশ শিক্ষা উন্নয়ন ব্যুরো, পলিটেকনিক এবং অন্যান্য কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওয়ার্কশপগুলোতেও এর কিছু উপকরণ আংশিকভাবে তৈরি হতে পারে।

৫·১২ বৃত্তিমূলক শিক্ষা শাখাসমূহের পাঠ্যবিষয় মূলত স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে নির্ধারিত হবে। কোর্সগুলি নিম্নরূপ হতে পারে।

(ক) **কারিগরি শিল্প ভিত্তিক:** কাঠের কাজ, ধাতুর কাজ, যন্ত্রের কাজ, ফাউণ্ড্রির কাজ, মোটরগাড়ি মেরামত, বিজলীর কাজ রেডিও মেরামত, মেরিন ডিজেল ইঞ্জিনের কাজ, ইলেকট্রোপ্লেটিং, ধাতব সীটের কাজ, ড্রাফটসম্যানসীপ, গৃহ নির্মাণ, তাঁতের কাজ, বয়নশিল্প, সিরামিকের হাঁড়ি-পাতিল-বাসন তৈরি ইত্যাদি।

(খ) **কৃষি ভিত্তিক:** কৃষিবিদ্যা, শস্য উৎপাদন ও সংরক্ষণ, মৎস্য উৎপাদন ও সংরক্ষণ, হাঁস-মুরগী ও পশুপালন, খাদ্য সংরক্ষণ ও পুষ্টি বিজ্ঞান, কৃষি যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ ইত্যাদি।

(গ) ব্যবসা ও বাণিজ্যিক ভিত্তিক: টাইপরাইটিং ও ষ্টেনোগ্রাফী, বুককিপিং ও হিসাবরক্ষণ, বাণিজ্যিক পদ্ধতি, সেলসম্যানসীপ ইত্যাদি।

(ঘ) ললিতকলা ভিত্তিক: অঙ্কন বিদ্যা, কণ্ঠ সঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয়, আবৃত্তি, সূচীশিল্প, গ্রাফিক আর্টস ইত্যাদি।

(ঙ) চিকিৎসা ভিত্তিক: নার্সিং, প্যারামেডিক্যাল, ইত্যাদি।

(চ) অন্যান্য: শিক্ষক শিক্ষণ, ধর্মশিক্ষা, গ্রন্থাগার সহকারী শিক্ষণ, খেলনা তৈরি, প্লাষ্টিক শিল্প, সাবান তৈরি, বাঁশ ও বেতের কাজ, চামড়ার কাজ, পাটের কাজ, বই বাঁধান, ক্যাটারিং, হোটেল ব্যবস্থাপনা, জায়গা-জমি সংক্রান্ত আইন ও নিয়মাবলী, জরিপ, ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালনা আইন ও নিয়মাবলী, সমবায় সমিতির আইন ও নিয়মাবলী ইত্যাদি।

৫.১৩ যে-সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে তাদের নীতি প্রণয়ন ও কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য সে সব প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় শিল্প কারখানা বা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত শ্রমজীবী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি থাকবে।

৫.১৪ মাধ্যমিক স্তরের নিয়মিত বৃত্তিমূলক শাখা থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির সুযোগ দিতে হবে।

৫.১৫ যতদূর সম্ভব বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে শিল্প-কারখানার সঙ্গে সংযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য ওয়ার্কশপগুলোতে উৎপাদনমূলক কাজ করার ব্যবস্থা করতে হবে এবং **'শিখ ও উপার্জন কর'** রীতি প্রবর্তন করতে হবে।

৫.১৬ বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রাপ্তদের জীবিকা নির্বাহের (স্বনিয়োগ বা কর্মসংস্থান) সংবাদ, সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৫.১৭ গ্রামাঞ্চলে যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে বেকারত্ব দূর করার জন্য এবং তাদের উৎপাদন-মুখী জনশক্তিতে রূপান্তরকল্পে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণকে যুবকেন্দ্র সংগঠনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযোজিত করা যেতে পারে। এই মোতাবেক প্রাথমিক পর্যায়ের কয়েকটি সারথী প্রকল্প হাতে নেওয়া প্রয়োজন।

৫.১৮ বৃত্তিমূলক শিক্ষার শিক্ষকদের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৫.১৯ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে ছাত্রীদের উপযোগী বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রবর্তন করতে হবে।

৫.২০ বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রাপ্তদের ব্যক্তিমালিকানা, পার্টনারশীপ অথবা সমবায় ভিত্তিতে ছোট ছোট কারখানা খামার ইত্যাদি গড়ে তুলতে বর্তমানে প্রচলিত ঋণ দানের ব্যবস্থাকে অধিকতর সহজ, বাস্তবানুগ ও কার্যকর করতে হবে। এতে তাদের কর্মসংস্থানের সমস্যার আংশিক সমাধান হবে এবং দেশের উৎপাদনও বাড়বে। এ ব্যাপারে নিয়মিত কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশ সরবরাহ এবং কারিগরি সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

৫.২১ মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্রদের বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য পর্যাপ্ত বৃত্তি দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কারিগরি শিক্ষা

৬·১ ডিপ্লোমা স্তরের কারিগরি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হবে এমন এক শ্রেণীর দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা, যাঁরা কারিগরি ক্ষেত্রে নিজ হাতে দক্ষতার সাথে কাজ করার যোগ্যতার অধিকারী হবেন, শিল্প পদ্ধতি ও কারিগরি বিষয়ে মৌলিক নিয়মাবলী সম্বন্ধে পুরোপুরি অবহিত থাকবেন এবং নিজেদের কারিগরি দক্ষতার দ্বারা শ্রমিকদের কাজের কার্যকর তদারকী ও পরিচালনা করে শিল্প কারখানায় উন্নত-মানের দ্রব্য উৎপাদন করতে সক্ষম হবেন। তাঁরা গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজ, পরিকল্পনা, নির্মাণ পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ডিগ্রী-ইঞ্জিনিয়ারদের সহকারী এবং প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জনের পর ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করতে সক্ষম হবেন।

৬·২ কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রযুক্তি, কৃষি, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, প্যারামেডিক্যাল ইত্যাদি এক বা একাধিক বিষয়ে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা থাকবে।

৬·৩ মাধ্যমিক স্তরের সংশ্লিষ্ট ধারায় শিক্ষাক্রম সমাপ্তকারী প্রার্থীরা নির্বাচনী পরীক্ষার মাধ্যমে কারিগরি কোর্সে ভর্তি হবে। উদাহরণস্বরূপ, কৃষি শিক্ষার জন্য মাধ্যমিক স্তরে কৃষিভিত্তিক শিক্ষাক্রম এবং প্রকৌশল ও প্রযুক্তি শিক্ষার জন্য মাধ্যমিক স্তরে শিল্পভিত্তিক শিক্ষাক্রম হবে পূর্বশিক্ষা। তবে যতদিন পর্যন্ত এ ধরনের প্রার্থী না পাওয়া যাবে ততদিন পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তরের সাধারণ বিজ্ঞানে উত্তীর্ণ প্রার্থীরাও ভর্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

৬·৪ পরিকল্পিত জনশক্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ছাত্র ভর্তি করতে হবে।

৬·৫ কারিগরি শিক্ষার মেয়াদ হবে প্রাতিষ্ঠানিক তিন বছর এবং শিল্প-কারখানায় বাস্তব প্রশিক্ষণ এক বছর। তবে যতদিন পর্যন্ত শিল্প-কারখানা বা সংশ্লিষ্ট সংস্থায় বাস্তব প্রশিক্ষণের নিশ্চয়তা বিধান করা না যায় ততদিন পর্যন্ত তিন বছর মেয়াদী কোর্স চালু থাকবে এবং দীর্ঘ ছুটিতে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, কল-কারখানায় বা সংস্থায় বাস্তব প্রশিক্ষণের ববস্থা করতে হবে।

৬·৬ পলিটেকনিক থেকে উত্তীর্ণ মেধাবী ছাত্রদের জন্য ডিগ্রী স্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে এবং এই শিক্ষার মেয়াদ হবে তিন বছর।

৬·৭ শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটগুলিতে 'স্যান্ড-উইচ' কোর্স চালু করতে হবে।

৬·৮ শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষকদের যথার্থ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

৬·৯ শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য যথার্থ প্রশিক্ষণ বা উচ্চতর শিক্ষার প্রতি শিক্ষকদের আকৃষ্ট করার ব্যবস্থা থাকবে।

৬·১০ কারিগরি বিষয়ক বই বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে হবে এবং জরুরী ভিত্তিতে এ বিষয়ে বাংলা একাডেমীতে একটি বিশেষ সেল সংগঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাংলা ভাষায় কারিগরি বইয়ের অভাব দূর করতে হবে।

৬·১১ কারিগরি শিক্ষাপ্রাপ্তদের ব্যক্তিমালিকানা, পার্টনারশীপ অথবা সমবায় ভিত্তিতে ছোট ছোট কারখানা, খামার ইত্যাদি গড়ে তুলতে বর্তমান প্রচলিত ঋণ দানের ব্যবস্থাকে অধিকতর সহজ, বাস্তবানুগ ও কার্যকর করতে হবে।

৬·১২ মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্রদেরকে কারিগরি শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য পর্যাপ্ত বৃত্তি দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬·১৩ দেশের শিল্প কারখানাগুলোর সঙ্গে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকতে হবে। এর ফলে শিল্প কারখানা ও অন্যান্য সংস্থার কর্মকর্তাগণ ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ছাত্রদের গুণাগুণ সম্বন্ধে অবহিত হবেন এবং তাদের নিয়োগ করতে উৎসাহিত হবেন। সেই সঙ্গে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রমকে শিল্প কারখানার জন্য যথার্থ কার্যকর ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিশোধনের সুপারিশ করতে পারবেন।

৬·১৪ কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওয়ার্কশপ বা লেবরেটরীতে সীমিত পরিমাণ উৎপাদনমূলক কাজ করার ব্যবস্থা থাকবে এবং 'শিখ ও উপার্জন কর' রীতির ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা এই কাজে অংশ গ্রহণ করবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন উৎপাদনমূলক কাজ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় এবং কোনক্রমেই তা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ব্যাহত না করে।

৬·১৫ কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ছাত্রদের শিল্প কারখানায় বাস্তব প্রশিক্ষণের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য পরিদপ্তরের অধীনে একটি প্রশিক্ষণ সেল থাকতে হবে। এই সেল শিল্প কারখানার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবে এবং শিক্ষক ছাত্রদের বাস্তব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। বর্তমানে প্রতি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে যে এমপ্লয়মেন্ট এন্ড এডভাইজারি কমিটি আছে, এই সেল সেই কমিটিগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখবে এবং পরস্পরের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করবে।

৬·১৬ কারিগরি শিক্ষার অন্যান্য শাখা যেমন 'ইন্সটিটিউট অব গ্রাফিক আর্টস', 'কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজি', 'কলেজ অব লেদার টেকনোলজি' ও 'বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব গ্লাস এন্ড সিরামিক'-এ স্থানীয় চাহিদার প্রেক্ষিতে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে এবং বিশেষ ধরনের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও কারিগরি বিষয়ক বইয়ের স্বল্পতা দূর করতে হবে।

৬·১৭ বর্তমান ঢাকা কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটে এবং ১৫টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের বাণিজ্য বিভাগে কেবলমাত্র সেক্রেটারিয়াল সাইন্স ও এ্যাকাউনটিংয়ে দুই বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্স চালু আছে। এসব প্রতিষ্ঠানে বীমা, ব্যাংকিং, বাণিজ্যিক পদ্ধতি ও সেলসম্যানশিপেও কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ও ড্যাটা প্রসেসিং কোর্স চালু করতে হবে। এছাড়া বাংলা স্টেনোগ্রাফি ও ইংরেজি স্টেনোগ্রাফিতে সান্ধ্যকালীন স্বল্পমেয়াদী কোর্সের প্রচলন করতে হবে। এই জাতীয় বাণিজ্য শিক্ষাক্ষেত্রে টাইপিং ও স্টেনোগ্রাফিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব দূর করার জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

সপ্তম অধ্যায়

সাক্ষরতা ও বয়স্কশিক্ষা

৭·১ দেশের বর্তমান অবস্থায় শিক্ষানীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হতে হবে নিরক্ষরতা দূর করা। নিরক্ষর জনসাধারণকে অবিলম্বে সহজ বাংলা পড়তে, সরল বাক্য লেখার মাধ্যমে নিজের ভাব প্রকাশে সমর্থ করতে এবং প্রাথমিক হিসাব অর্থাৎ যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ করা শেখাতে হবে। এজন্য সমস্ত দেশব্যাপী জরুরী ভিত্তিতে দু'বছরের ন্যূনতম একটি কার্যসূচী গ্রহণ করতে হবে।

৭·২ এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য একজন বয়স্ক ব্যক্তি বা একটি কিশোর ছয় মাসের মধ্যে শিখে উঠতে পারে এমন একটি বাংলা ও একটি অংক বই তৈরি করতে হবে। অর্থাৎ একজন নিরক্ষর ব্যক্তির ন্যূনতম শিক্ষাকাল হবে ছয় মাস। এই শিক্ষা অবৈতনিক হবে। উপরোক্ত একটি বইয়ের মূল্য কোনক্রমেই ·৫০ পয়সার বেশি হবে না। প্রয়োজনে সরকার ভর্তুকী দেবেন।

৭·৩ নিরক্ষরতা দূর করার কর্মসূচীতে শিক্ষাদানের জন্য (ক) স্কুল মাদ্রাসার নবম শ্রেণী থেকে শুরু করে সকল ধরনের শিক্ষায়তনের ঊর্ধ্বতন শ্রেণীর সকল ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকা, (খ) প্রতি এলাকায় কর্মরত সকল সরকারী, আধা-সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সকল শ্রেণীর শিক্ষিত কর্মচারী, (গ) স্থানীয় অন্যান্য সাংস্কৃতিক, যুব, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দ, ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তা ও সদস্যগণকে নিয়োগ করতে হবে এবং অন্যান্য উৎসাহী ব্যক্তিদের সহযোগিতা নিতে হবে। কলকারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নিরক্ষর ব্যক্তিদের এই কর্মসূচী মোতাবেক শিক্ষাদানের দায়িত্ব এই সকল প্রতিষ্ঠানকে নিতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ শ্রমিক শিক্ষা সংস্থা গঠন করবেন।

৭·৪ এই কর্মসূচীর অধীনে শিক্ষাদানের জন্য সব ধরনের শিক্ষায়তন, ক্লাব, কমিউনিটি সেন্টার, সমবায় সমিতির গৃহ, উপাসনালয় এবং অফিসগৃহ ব্যতীত সকল স্থানীয় সরকারী ভবন ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষাদানের অতিরিক্ত উপকরণ স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত হবে।

৭·৫ এই জরুরী কর্মসূচী ১৯৭৯ সালের ১লা জুলাই থেকে আরম্ভ করে ১৯৮১ সালের ৩০শে জুন সমাপ্ত করতে হবে। এই কর্মসূচী কার্যকরী ও সফল করার উদ্দেশ্যে সকল প্রস্তুতি ৩০শে জুন, ১৯৭৯ সালের মধ্যে অবশ্যই সমাপ্ত করতে হবে।

৭·৬ এই কর্মসূচীকে জরুরী জাতীয় কর্মসূচী হিসেবে ঘোষণা করতে হবে এবং জনগণের সহযোগিতায় এই কর্মসূচীকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সার্বিক দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে হবে।

৭·৭ নিরক্ষর জনসাধারণকে শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্য কার্যকরী প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়কে লক্ষ্য করে এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য প্রচার করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষক সমিতিসমূহের ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হবে।

৭·৮ যে-সকল কিশোর-কিশোরী প্রাথমিক শিক্ষালাভে সক্ষম হয়নি অথবা সুযোগ পায়নি তারা এবং বয়স্কদের মধ্যে সক্রিয় কর্মজীবনে যাঁরা আছেন এই কর্মসূচীতে বিশেষ-ভাবে তাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। যাঁরা অদূর ভবিষ্যতে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করবেন তেমন কোনো ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় এই কর্মসূচীর সুযোগ গ্রহণ করতে চান তাতে কোনো বাধা থাকবে না।

৭·৯ এই শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও প্রশাসনের জন্য একটি অত্যন্ত শক্তিশালী জাতীয় টাস্ক ফোর্স গঠন করতে হবে।

৭·১০ এই কর্মসূচীকে সত্যিকারের ফলদায়ক করার জন্য অর্থাৎ নিরক্ষরতাকে সর্বকালের জন্য দূর করার উদ্দেশ্যে, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে যুগপৎ কার্যকরভাবে চালু রাখতে হবে। সাক্ষরতা লাভের পরও বয়স্কদের শিক্ষার সুযোগ অব্যাহত রাখা ও তাদের নবলব্ধ জ্ঞান সঞ্জীবিত রাখার জন্য বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা আগামী পাঁচশালা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় প্রাধান্য দিয়ে চালু রাখতে হবে। এজন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ যেমন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, বিশেষ ধরনের বই-পুস্তক (যেমন সাক্ষরতার পরবর্তী পর্যায়ে পড়ার মত ভাষার বই, সখ ও পেশাভিত্তিক বই, অঙ্ক বই, ইত্যাদি) প্রণয়ন করা স্বাভাবিকভাবেই অব্যাহত থাকবে।

৭·১১ গণতান্ত্রিক ভূমিসংস্কারের অভিলক্ষ্যে সাক্ষরতা আন্দোলন বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই মর্মে ও কৃষকদের তাদের স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য দেশে কৃষক আন্দোলনে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

৭·১২ সার্বজনীন সাক্ষরতা অর্জনের জন্য দেশব্যাপী একটি গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করা যেতে পারে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সংক্রান্ত সেল জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এই আন্দোলনকে সফল করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

অষ্টম অধ্যায়

উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা

৮·১ জাতির উন্নতি বিশেষভাবে নির্ভর করে উচ্চ শিক্ষার মান ও অগ্রগতির উপর। বিভিন্ন প্রকার উচ্চতর পর্যায়ের কার্যক্রম, যেমন সমাজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দেয়া, প্রশাসন, শিক্ষকতা, দেশের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ইত্যাদির জন্য দক্ষ ও জ্ঞানী ব্যক্তি তৈরি করা এবং গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞানের নব দিগন্ত উন্মোচন করা উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্য। সুতরাং দেশের উচ্চতর চাহিদা ও সামাজিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য জাতীয় সম্পদের সংগে সামঞ্জস্য রেখে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা সুপরিকল্পিত হবে। এই পরিকল্পনা গ্রহণের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উপর ন্যস্ত করা যেতে পারে।

৮·২ উচ্চ শিক্ষার বর্তমান পদ্ধতি নানাদিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ এবং সমাজের সংগে যোগসূত্রবিহীন এ শিক্ষা সমাজের চাহিদা মেটাতে অক্ষম। প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা না করেই নতুন নতুন কলেজ স্থাপিত হয়েছে এবং চালু কলেজগুলোর সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ফলে শিক্ষার মান উন্নত হওয়ার পরিবর্তে গুরুতরভাবে অবনত হয়েছে। অথচ দেশের চাহিদা অনুযায়ী কলেজগুলোর সংখ্যা বেশি নয়। এমতাবস্থায় সমস্ত দেশকে সুপরিকল্পিতভাবে কয়েকটি নির্দিষ্ট শিক্ষাঞ্চলে বিভক্ত করে আঞ্চলিক চাহিদা, স্থানীয় জনসংখ্যা, পরিবেশ এবং সর্বোপরি জাতীয় সম্পদ ও ভৌগোলিক অবস্থান, উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার্থী তৈরির পর্যায়ের তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক জ্ঞানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রসংখ্যার দিকে দৃষ্টি রেখে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পুনর্বিন্যাসের কাজ অবিলম্বে বাস্তবায়িত করতে হবে। কলেজগুলোতে সাধারণতঃ স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা প্রদান করা হবে। তবে ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশের দিকে লক্ষ্য রেখে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ অনুমোদন সাপেক্ষে কিছু কিছু কলেজে স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর বিভিন্ন ডিগ্রী প্রদানসহ গবেষণাভিত্তিক হবে। যেহেতু খুলনা বিভাগে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নেই সেজন্য খুলনা বিভাগে অবিলম্বে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

৮·৩ উচ্চ শিক্ষার বর্তমান পদ্ধতি নানাদিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ। উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহে খুব কম সংখ্যক শিক্ষক গবেষণা কর্মে রত থাকেন। ফলে গবেষণালব্ধ জ্ঞানের সংগে শিক্ষাদানের কার্য সম্পর্কিত হয় না। এই পরিপ্রেক্ষিতে যেসব কলেজে যেসব বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স পড়ানো হবে সেসব কলেজে গবেষণার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এইসব কলেজে যেসব বিষয়ে স্নাতক, সম্মান ও স্নাতকোত্তর কোর্স পড়ানো হবে ঐ সকল বিষয়ে শিক্ষকদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মত যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষা থাকতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মত সমান বেতন স্কেল ও সুযোগ সুবিধাদি প্রদান করতে হবে। কলেজ শিক্ষকদেরকেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনুরূপ গবেষণার সুযোগ সুবিধা ও সরকারী সহায়তা দিতে হবে।

৮·৪ ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিটি এলাকায় কলেজের সংখ্যা জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট করে দেবেন এবং সরকার অবিলম্বে সরকারী কলেজের শিক্ষকদের সমযোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার নিরিখে বেসরকারী কলেজের শিক্ষকদের বেতন স্কেল নির্দ্ধারণ করে ঘাটতি বেতন পূরণ ও অন্যান্য

সুযোগ সুবিধা প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। যদি এই নীতি বাস্তবায়নের ফলে কোনো চালু বেসরকারী কলেজের অবলুপ্তি ঘটে, তবে সে কলেজকে শিক্ষার অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান হিসেবে অবশ্যই ব্যবহার করা হবে। উক্ত কলেজের শিক্ষকগণকে অন্য কলেজে বা অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনবোধে জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ নতুন কলেজ স্থাপন অথবা অনুমোদন দান করবেন। কলেজ শিক্ষার সমমানের গুণগত উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুপরিকল্পিত উপায়ে ১৯৮৫ সালের মধ্যে কলেজ শিক্ষার সার্বিক দায়িত্ব রাষ্ট্র কর্তৃক গ্রহণ করতে হবে।

৮·৫ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ের শিক্ষা সামাজিক চাহিদার সংগে সামঞ্জস্য-বিহীন হওয়ার ফলে উচ্চ শিক্ষার মানের উপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি হয়েছে। এখান থেকে পাশ করে অনন্যোপায় হয়েই অধিকাংশ শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে ভিড় জমায়। নিচের ক্লাস থেকে মানের অবনতি ঘটলে উচ্চ স্তরে তা উন্নত করা কখন সম্ভব নয়। এ কারণে নিম্নতম স্তর থেকে শিক্ষার মান সমন্বয় করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষার মান উন্নত করতে হবে।

৮·৬ বর্তমান শিক্ষাঙ্গনগুলোতে প্রায়শ শিক্ষার পরিবেশ অনুপযোগী, উপকরণের অভাব, সুযোগ সুবিধার অভাব, শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ক অসন্তোষজনক, এসব কারণে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সুস্থ অবস্থা বিরাজমান নয়। এগুলোকে দূর করে শিক্ষার সার্বিক পরিবেশ সুন্দর করে তুলতে হবে।

৮·৭ উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত দেশের বাস্তব সমস্যাবলীর প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা। দেশের সমস্যাবলীর কথা বিবেচনা করে অনতিবিলম্বে নদীনালার দেশে হাইড্রলজী, ঝড়ঝঞ্ঝার দেশে আবহাওয়াতত্ত্ব, সাগরবিধৌত বাংলাদেশে ওসেনোগ্রাফী এবং উপজাতি ঘেরা দেশে নৃতত্ব প্রভৃতি বিষয় উচ্চশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

৮·৮ উচ্চ শিক্ষার কারিকুলাম ও সিলেবাস যুগোপযোগী হওয়া প্রয়োজন। এ কারণে প্রায়ই এগুলো পুনর্বিবেচিত হয়ে প্রয়োজনবোধে পরিবর্তিত হওয়া দরকার।

৮·৯ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে অধ্যয়নের একই শ্রেণীভুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য সুষম শিক্ষার সুযোগের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৮·১০ ছাত্র ভর্তি, পরীক্ষা গ্রহণ ও পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার নির্দিষ্ট সময় সীমা থাকতে হবে।

৮·১১ উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা ভাষা। এই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে অনতিবিলম্বে বাংলা একাডেমী ও বেসরকারী প্রকাশকদের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দিয়ে বাংলায় মৌলিক পাঠ্যপুস্তক রচনা, অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে।

৮·১২ সমাজের সব স্তরের মেধাবী শিক্ষার্থীর জন্য উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত রাখতে হবে। নিম্নশ্রেণী থেকে মেধাবী ছাত্র প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাছাই করে তাকে যথোপযুক্ত বৃত্তি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ পর্যায়ে পৌছানোর ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

৮·১৩ উচ্চ শিক্ষায় স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত একটি আবশ্যিক বাংলা পত্র সংযোজিত হবে। ডিগ্রী সম্মান ও বি, এস, সি, ও বি, কম, পাসের পাঠ্যসূচীর সংগে সামঞ্জস্য রেখে বি, এ, পাসের পাঠ্যসূচী থেকে বাধ্যতামূলক ইংরেজি পত্রটি অনাবশ্যক বিধায় বাদ দিতে হবে।

৮·১৪ পূর্ণকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সাথে খণ্ডকালীন শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত রাখতে হবে।

৮·১৫ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার থাকা প্রয়োজন। বিদেশী জার্ণাল, দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও প্রবন্ধাদি কেন্দ্রীয়ভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৮·১৬ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণাগার সমৃদ্ধ হতে হবে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উপকরণের সরবরাহ সহজ ও নিশ্চিত করার জন্য বরাদ্দকৃত বৈদেশিক মুদ্রা সময়মত বিমুক্ত করতে হবে।

৮·১৭ সুষ্ঠু শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যব্যস্থা, আসবাবপত্র, গ্রন্থাগার, গবেষণাগার প্রভৃতি না থাকলে কোনো কলেজকে অনুমোদন দেয়া যাবে না। সরকার ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যৌথ পরিদর্শনের মাধ্যমে এরূপ অনুমোদন দেয়া হবে অথবা বাতিল করা হবে। এরূপ ক্ষমতা যুক্তকর্তৃপক্ষের থাকবে।

৮·১৮ দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য কৃষিকে বুনিয়াদ হিসেবে ধরে এবং শিল্পকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নেতৃত্বদানকারী উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করে উচ্চ শিক্ষা স্তরে গবেষণার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এই মোতাবেক পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং স্থানীয় চাহিদার নিরিখে প্রয়োগধর্মী গবেষণা কার্যক্রম নির্ধারণ করতে হবে। একই সাথে সমকালীন বিশ্বের উন্নতির সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য সাধ্যানুযায়ী মৌলিক গবেষণার সুযোগ-সুবিধা রাখতে হবে। এই মর্মে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সুনিবিড় সমন্বয় ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে।

(ক) কলা, মানবিক, বাণিজ্য, সমাজ বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও পরিবেশ বিজ্ঞান:

৮·১৯ উচ্চ শিক্ষার জন্য একদিকে ছাত্র সংখ্যা যেমন সুপরিকল্পিত ও মেধাভিত্তিক হবে. অন্যদিকে কলা ও মানবিক বিষয়, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, পরিবেশ বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, আইন, শিক্ষক শিক্ষণ প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়েই শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রয়োজন অনুযায়ী সুপরিকল্পিত হবে।

৮·২০ শিক্ষার উচ্চ স্তরে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

৮·২১ বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে আমাদের বিশেষ যত্নবান হতে হবে। বিজ্ঞানের ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে দেশ অধিকতর সমৃদ্ধি লাভ করবে। দেশের জন্য উপযুক্ত বিজ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের সার্বিক উন্নতি ত্বরান্বিত করা যেতে পারে। বিজ্ঞানের সাথে জীবনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের সহায়ক হতে পারে এমনভাবে বিজ্ঞানের শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন। নিম্নতর স্তর থেকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী নিয়ে যেন শিক্ষার্থীরা শিক্ষিত হয়ে ওঠে সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সংগে শিক্ষক ও জনগণ যাতে তাল রেখে চলতে পারে সেদিকেও দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। বিজ্ঞানকে সহজতর ও উন্নততর করে সমাজের কল্যাণে লাগাতে হবে।

৮·২২ **বাণিজ্য শিক্ষাঃ** স্বাধীন রাষ্ট্রে বাণিজ্য শিক্ষার গুরুত্ব অত্যাধিক। দেশের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ করে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করার যোগ্যতা অর্জন এ'শিক্ষার মাধ্যমে সম্ভব। ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীসহ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজনেও বাণিজ্য শিক্ষার প্রসার ও উৎকর্ষ সাধন করা দরকার।

৮·২৩ দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সম্যক বিশ্লেষণ ও উপলব্ধির প্রয়োজনে সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয়বস্তু পুনর্বিন্যাস করতে হবে।

৮·২৪ **পরিবেশ বিজ্ঞানঃ** প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন না করে দেশে শিল্প সম্প্রসারণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, অধিক শস্য ফলানো প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কাজ করার ফলে দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ, যথা বায়ু ও পানি দূষিত হওয়া, কৃষিজমি অনুর্বর হওয়া এবং ভূমিক্ষয় প্রভৃতিতে নানাবিধ কুফলও পরিলক্ষিত হচ্ছে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একদিকে বনজংগল পরিষ্কার করে চাষাবাদের জন্য যেমন অধিক জমি পাওয়া যাচ্ছে অন্যদিকে প্রতিকূল আবহাওয়া, বন্যা, নদী ভরাট হওয়া প্রভৃতি কুফলও দেখা দিচ্ছে। এ'কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন দিক বিশদভাবে পর্যালোচনা করা এবং শিক্ষিত জন-সমাজ গড়ে তোলার জন্য অচিরেই পরিবেশ বিজ্ঞানের উপর জোর দিয়ে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে এ'বিভাগ খোলা উচিত।

৮·২৫ কৃষি, প্রকৌশল ও চিকিৎসা তথা পেশাগত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে অধিক সংখ্যক ছাত্রকে সেদিকে আকৃষ্ট করে সাধারণ মানবিক ও সাধারণ বিজ্ঞান শিক্ষার উপর চাপ কমাতে হবে।

(খ) **কৃষি শিক্ষাঃ**

৮·২৬ (ক) কৃষি নির্ভর বাংলাদেশে কৃষি শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করার লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে/জেলায় কৃষি ইন্সটিটিউট স্থাপন করতে হবে। এই সকল ইন্সটিটিউটে কৃষিতে ডিপ্লোমা কোর্স ও বিভিন্ন মেয়াদী কৃষি শিক্ষণ কোর্স ছাড়াও প্রয়োগমুখী কৃষি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকবে।

(খ) দেশের বিভিন্ন সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি অনুষদ খোলার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই লক্ষ্য অর্জনের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে অবিলম্বে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি অনুষদ খোলার ব্যবস্থা করতে হবে। খুলনা বিভাগে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে উক্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়েও কৃষি অনুষদ খোলার ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণাগারের পূর্ণাঙ্গ শাখা স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং কৃষি গবেষণালব্ধ জ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে দেশের উত্তরাঞ্চলের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা অত্যাবশ্যক।

৮·২৭ বিজ্ঞান ও কৃষি শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদ বিদ্যা মৃত্তিকা রসায়ন প্রভৃতিতে স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর কোর্স পড়ানো বাঞ্ছনীয়। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে মানবিক বিষয়সমূহেও ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৮·২৮ দেশের সব কৃষি গবেষণাগার ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।

(গ) **প্রকৌশল শিক্ষাঃ**

৮·২৯ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সঙ্গে প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যার সামঞ্জস্য বিধান করা প্রয়োজন। দেশের শিল্প কারখানাগুলিতে প্রকৌশল শিক্ষকদের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে আরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করা বাঞ্ছনীয়।

৮·৩০ দেশের শিল্প কারখানাগুলোতে শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এতে একদিকে বাস্তব কাজে তাদের অভিজ্ঞতা হবে অন্যদিকে চাকুরীর সুযোগ সুবিধাও বাড়বে।

৮·৩১ প্রকৌশল শিক্ষা আরো জোরদার করার জন্য দেশের বিভিন্ন প্রকৌশল কলেজগুলোকে ইন্সটিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং হিসেবে স্ব স্ব এলাকায় সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত করতে হবে।

৮·৩২ প্রকৌশল শিক্ষায়ও শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা। এজন্য বিভিন্ন বিষয়ে বাংলায় মৌলিক পুস্তক রচনা ও বিদেশী মৌলিক পুস্তক অনুবাদের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮·৩৩. প্রয়োজনবোধে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পর্কিত বিষয়সমূহ, যেমন—গণিত, পদার্থ, বিজ্ঞান, রসায়ন, অর্থনীতি, সংখ্যাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা যেতে পারে এবং ঐচ্ছিকভাবে মানবিক বিষয়ের যে কোনো একটি বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক পর্যায়ের চাপ কমিয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণার উপর জোর দিতে হবে।

৮·৩৪ দেশের সম্পদ উন্নয়নে, বিভিন্ন কারিগরি সমস্যার সমাধান এবং উচ্চমানের প্রকৌশলী তৈরির উদ্দেশ্য নিয়ে কোর্স, পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করতে হবে।

৮·৩৫ বিভিন্ন শিল্প যেমন ইস্পাত, পেট্রোরসায়ন, পাট, বস্ত্র, চর্ম, চা, চিনি, সার, কাগজ, নৌ শিল্প প্রভৃতির জন্য উপযুক্ত প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদ তৈরি করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ডিগ্রী কোর্স চালু করা দরকার।

৮·৩৬ প্রকৌশল কলেজগুলির শিক্ষা উপকরণ ও আনুষঙ্গিক সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।

(ঘ) **চিকিৎসা শিক্ষাঃ**

৮·৩৭ সকল নাগরিকের যথোপযুক্ত চিকিৎসার জন্য আমাদের দেশে চিকিৎসা শিক্ষার ব্যাপক প্রসার প্রয়োজন।

৮·৩৮ চিকিৎসা শিক্ষায় শুধু তাত্ত্বিক বিষয়ের উপর জোর না দিয়ে বাস্তব শিক্ষার দিকেও জোর দিতে হবে। চিকিৎসা শিক্ষায় সাধারণ বিজ্ঞানের আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহের শিক্ষা জোরদার করতে হবে। নিরাময়মূলক চিকিৎসা শিক্ষা ও প্রতিরোধমূলক শিক্ষা এবং কমিউনিটি মেডিসিনের উপর সমান জোর দিতে হবে।

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

৮·৩৯ চিকিৎসা শিক্ষায় মানব দেহ, মন ও পারিপার্শ্বিকতায় জ্ঞান বিশেষ প্রয়োজন। এজন্য শিক্ষার্থীদের মনোবিজ্ঞান, পরিবেশ ও সমাজবিজ্ঞানের উপরও গুরুত্ব দিতে হবে। জনস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয় পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়া দরকার।

৮·৪০ চিকিৎসকদের গ্রামের স্বাস্থ্য, রোগী ও রোগের সঙ্গে ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্য অন্তত কিছুকাল গ্রামে থাকা বাঞ্ছনীয়। পাঠ্যসূচীর অঙ্গ হিসেবে চিকিৎসা শিক্ষার্থীদের এক বছর গ্রামে থাকতে হবে।

৮·৪১ নার্সিং-এ ডিগ্রী কোর্স সব মেডিক্যাল কলেজে চালু করতে হবে।

৮·৪২ বর্তমানে অবহেলিত হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদী, ইউনানী ইত্যাদি চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮·৪৩ অবিলম্বে পূর্বের এল, এম, এফ, বা অনুরূপ স্বল্পমেয়াদী কোর্স পুনঃপ্রবর্তন করতে হবে।

৮·৪৪ মেডিক্যাল কলেজগুলোর পরিচালনায় স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তন করতে হবে। এগুলো সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত থাকবে।

৮·৪৫ একটি আন্তঃ-মেডিক্যাল কলেজ বোর্ড স্থাপন করে আলোচনার মাধ্যমে পাঠ্যক্রম পাঠ্যসূচী, প্রশাসনিক ব্যাপার ইত্যাদি স্থির করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৮·৪৬ পোস্ট গ্রাজুয়েট চিকিৎসা শিক্ষা ইন্সটিটিউট চিকিৎসকদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ গবেষণা ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জ্ঞান আদান প্রদানের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে

(ঙ) আইন শিক্ষাঃ

৮·৪৭ আইন ও বিচার পদ্ধতির সংস্কার, উন্নতি ও বিকাশের জন্য এবং সমাজের নতুন নতুন প্রয়োজনের সঙ্গে আইন শিক্ষা ও এর ব্যবহারিক অনুশীলনের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য গবেষণার প্রয়োজন। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য বিষয়ের মত আইন বিষয়েও গবেষণার ব্যবস্থা রাখা উচিত।

৮·৪৮ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আইন বিষয়ে মাস্টার্স ও ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

৮·৪৯ আইন কলেজের অনুমোদনের ক্ষেত্রে শিক্ষক, কলেজগৃহ ও স্থান প্রভৃতি বিষয়ে অন্যান্য কলেজের মত আরোপিত শর্তাবলী আইন কলেজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে হবে।

৮·৫০ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাকালের মধ্যে মূলত কোনো পার্থক্য থাকবে না।

৮·৫১ প্রত্যেক আইন কলেজে কমপক্ষে অর্ধেক শিক্ষক সার্বক্ষণিক হতে হবে। এর জন্য অন্যান্য বেসরকারী কলেজের মত সরকার থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুরী দিতে হবে।

(চ) শিক্ষক শিক্ষণঃ

৮·৫২ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত উৎকর্ষ সাধন করার লক্ষ্যে দেশের শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা সুসংঘবদ্ধ করার জন্য সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন।

৮·৫৩ শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের প্রস্তুতি হিসেবে বিপুল সংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষকের প্রয়োজনে দেশের প্রত্যেক মহকুমায় উপযুক্ত সুযোগ সুবিধাসহ অন্তত একটি শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে। এইসব প্রতিষ্ঠানে প্রাইমারী শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ ছাড়াও বিশেষ কার্যক্রমের অধীনে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষকদের কর্মরত স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ কোর্সের বন্দোবস্ত করা যেতে পারে।

৮·৫৪ বিপুল সংখ্যক মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ চাহিদা দেশের বর্তমান ১০টি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ মেটাতে সক্ষম হচ্ছে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশের প্রতি জেলায় অন্ততপক্ষে একটি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ স্থাপন করা প্রয়োজন। প্রয়োজনবোধে এ সকল প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করে ডবল শিফটের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৮·৫৫ সকল শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত প্রশিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। এই লক্ষ্যে প্রশিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন স্কেল, পেশাগত ডিগ্রীর জন্য বর্ধিত বেতন ও প্রমোশনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

৮·৫৬ শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষা উপকরণ, গ্রন্থাগার, প্রশিক্ষকদের আবাস এবং শিক্ষার্থীদের আবাস ও বৃত্তির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৮·৫৭ বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষক শিক্ষণ কোর্সের জন্য যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করতে হবে এবং ব্যবহারিক শিক্ষক শিক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

৮·৫৮ সকল শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে সাধারণ শিক্ষা কোর্সের সঙ্গে সঙ্গে কর্মরত শিক্ষকদের জন্য স্বল্পমেয়াদী সঞ্জীবনী কোর্স পরিচালনা করা প্রয়োজন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত প্রশিক্ষকদের পেশাগত প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮·৫৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও একটি শিক্ষক শিক্ষণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউট খুলতে হবে এবং এসব প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র শিক্ষক শিক্ষণে উচ্চতর ডিগ্রী (এম. ফিল, ই. ডি. ডি, পি. এইচ. ডি) কোর্স পরিচালনা ও শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে।

৮·৬০ দেশের বিশেষ শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান যথা বাংলাদেশ শিক্ষা সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউট ও একাডেমী ফর ফানডামেনটাল এডুকেশন এবং বিশেষ বিশেষ টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলিতে শিক্ষাক্রম সম্পর্কিত গবেষণা ও অন্যান্য প্রয়োগমুখী শিক্ষা গবেষণার কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে এবং এ সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানগুলির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৮·৬১ প্রয়োজনবোধে নির্বাচিত উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কলেজে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষণ কোর্স চালু করা যেতে পারে।

৮·৬২ বৃত্তিমূলক ও কারিগরি বিষয়ের শিক্ষক তৈরির জন্য দেশের সব পেশাগত কারিগরি প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে। পলিটেকনিক ও অন্যান্য সমপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ চাহিদা মেটানোর জন্য দেশের বর্তমান টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজটির সম্প্রসারণ ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৮·৬৩ মাদ্রাসা শিক্ষকদেরও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে।

৮·৬৪ শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য বাংলা ভাষায় উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক ও সহায়ক গ্রন্থাদি প্রণয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। বাংলা একাডেমীকে এ বিষয়ে বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

৮·৬৫ বর্তমান শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীর অবাঞ্ছিত অনুপাত বিদ্যমান। এই অনুপাত ১:১৫ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৮·৬৬ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষক শিক্ষণ ও শিক্ষা গবেষণা কার্যক্রমের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় সাধনের জন্য একটি জাতীয় শিক্ষক শিক্ষণ উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা প্রয়োজন।

নবম অধ্যায়

বিশেষ ধরনের শিক্ষা

(ক) নারী শিক্ষাঃ

৯.১ প্রাথমিক পর্যায় থেকে শিক্ষার শেষ ধাপ পর্যন্ত সর্বস্তরে নারী ও পুরুষ সম-অধিকারে সহশিক্ষা লাভের সুযোগ পাবে।

৯.২ নারী শিক্ষার ব্যাপক ও দ্রুত প্রসারে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা অপরিহার্য।

৯.৩ নারী সমাজকে শিক্ষা লাভে এবং দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সামাজিক চাপ সৃষ্টি করতে হবে। এই ব্যাপারে অভিভাবকদের মানসিকতা পরিবর্তনের জন্যও সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সর্বাত্মক সাহায্য গ্রহণ করা আবশ্যক।

৯.৪ নারী শিক্ষার দ্রুত ও নিশ্চিত বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রতিটি প্রাইমারী স্কুলে অধিক সংখ্যায়, বিশেষত প্রথম পর্যায়ে অন্তত দুই জন মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলা শিক্ষক স্থানীয়ভাবে পাওয়া না গেলে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করে অন্তর্বর্তীকালের জন্য তাঁদের নিয়োগ করতে হবে এবং তাঁদের কর্মকালীন সময়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষিকার হার বৃদ্ধির জন্যও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৯.৫ যে-সব কুসংস্কার ও পশ্চাদমুখী ধ্যান ধারণার জন্য নারী শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে এবং নারী সমাজ পশ্চাদপদ হয়ে রয়েছে সে-সব বিলোপ করার জন্য পাঠ্যসূচীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৯.৬ নারী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য একটি সরকারী মহিলা কলেজকে মাস্টার্স ডিগ্রীসহ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রূপান্তরিত করা যেতে পারে।

(খ) ললিতকলাঃ

৯.৭ সঙ্গীত (গীত ও বাদ্য), নৃত্যকলা, অভিনয় (আবৃত্তিসহ), চিত্রাংকন (নকসা ও প্রচারধর্মী চিত্রসহ), কারুশিল্প বা হস্তশিল্প, ভাস্কর্য (আধুনিক বাস্তবধর্মী ও বিমূর্ত), এগুলিতে ললিতকলার ক্ষেত্র নির্দিষ্ট। বাংলাদেশের লোক শিল্প ও লোকনৃত্যকেও বিশেষভাবে গ্রহণীয় করে নিতে হবে।

৯.৮ ললিতকলায় নিজস্ব ঐতিহ্যসহ আন্তর্জাতিক পদ্ধতি প্রভাবিত সকল বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে ললিতকলা শিক্ষাক্রম নির্ধারণ করতে হবে।

৯.৯ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায় থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত স্তরভেদে ললিতকলা অনুশীলনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তবে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায় পর্যন্ত ললিতকলাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৯.১০ যেহেতু মাদ্রাসা শিক্ষা এখনো সাধারণ শিক্ষা (আধুনিক) থেকে পৃথক পদ্ধতি দ্বারা চালু রয়েছে সেক্ষেত্রে মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের সুকুমার মানসিকতার চিন্তা করে মাদ্রাসায় গ্রহণযোগ্য ললিতকলা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৯.১১ যুগের সাথে সংগতি রক্ষা করে ললিতকলা শিক্ষার পূর্ণ বিকাশ ঘটানোর জন্য ঢাকায় অবস্থিত চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের অনুরূপ অন্যান্য বিভাগে একটি করে চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মহাবিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী শেষ করে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ললিতকলা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৯.১২ বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য, দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, লোককলা বা গ্রামীণ শিল্প যথা নকসীকাঁথা, পিঠা, জামদানী, তামা-কাঁসার দ্রব্যাদি ইত্যাদি ঐতিহ্যবাহী বা লোকজ শিল্পকলার উপর বিশেষ আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। অতীতের ব্রতচারী আন্দোলনের অনুরূপ বাংলাদেশের সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতে প্রযোজ্য দেশজ সাংস্কৃতিক আন্দোলন পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রত্যেক শীতকালে জাতীয় পর্যায়ে অনুশীলন শিবিরের আয়োজন করা যেতে পারে এবং এই শিবিরে দেশের সকল অঞ্চলের নির্বাচিত লোকশিল্প সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

৯.১৩ অন্যান্য সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদির ব্যাপারে দেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি সমন্বিত শিক্ষানীতিমালা প্রচলন করা যেতে পারে।

৯.১৪ ললিতকলার সামগ্রিক ক্ষেত্রে যেসব শিল্পী আপন প্রতিভা বলে মৌলিক সৃজনশীলতার পরিচয় দান করতে সক্ষম হবেন তাঁদের জন্য জাতীয় সম্মান প্রদান করার মাধ্যমে অন্যদেরকেও উৎসাহিত করার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৯.১৫ ক্ষমতাবান দক্ষ শিল্পীরা বৃদ্ধ বয়স, দুর্ঘটনা বা কোনো কারণে পঙ্গু হয়ে পড়লে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের নিরাপত্তার ব্যবস্থা 'ললিতকলা বীমার' মাধ্যমে গ্রহণ করা যেতে পারে।

৯.১৬ দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং ললিতকলা বিষয়ক শিক্ষার সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় যাদুঘরের উদ্যোগে প্রতি জেলায় ১৯৮৫ সালের মধ্যে একটি করে যাদুঘর প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(গ) জনসংখ্যা শিক্ষাঃ

৯.১৭ জনসংখ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাদের এ প্রসঙ্গ উন্নততর জীবন-যাপনের যথাযথ মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে সহায়তা করা।

৯.১৮ দেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে এবং এ প্রসংগে ঘোষিত জাতীয় নীতির আলোকে দেশের আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় জনসংখ্যা শিক্ষা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা জোরদার করা উচিত।

৯.১৯ শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যক্রমে জনসংখ্যা শিক্ষাকে একটি একক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত না করে এর বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে বিজ্ঞান, সমাজপাঠ প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট পাঠ্য বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

৯·২০ জনসংখ্যা শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে শিক্ষাদানের জন্য সকল শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে জনসংখ্যা শিক্ষা বিষয়ক উপযুক্ত পাঠ্যসূচী প্রবর্তন করা প্রয়োজন। বিশেষ কার্যক্রমের অধীনে সর্বস্তরের শিক্ষকদের একটি জরুরী স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৯·২১ জনসংখ্যা শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণা ও মূল্যায়ন কার্যক্রমের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক।

(ঘ) শারীরিক ও মানসিক বাধাগ্রস্তদের জন্য শিক্ষাঃ

৯·২২ শারীরিক ও মানসিক বাধাগ্রস্ত শিশুদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে এবং যেহেতু এ ধরনের শিক্ষা কেন্দ্রীভূত প্রতিষ্ঠানের চেয়ে স্থানীয়ভাবে অধিক কার্যকর হয় সেহেতু এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানীয় উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কেন্দ্রীয় উদ্যোগের ফলে শিক্ষার্থীকে তার স্বাভাবিক পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে চলে আসতে হয় একটা ভিন্ন পরিবেশে, যার দরুন সে প্রায়ই অসহায় বোধ করে, কিংবা তাকে ভয়াকুল করে তোলে। স্থানীয় উদ্যোগে সরকারী সহায়তায় এই বিশেষ কার্যক্রম নেয়া বাঞ্ছনীয়।

৯·২৩ যেসব সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে শারীরিক ও মানসিক বাধাগ্রস্তদের সংখ্যা বাড়ছে তার প্রতিকার করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

৯·২৪ প্রত্যেক স্থানীয় সরকার তার এলাকার শারীরিক ও মানসিক বাধাগ্রস্তদের একটি তালিকা রাখবে এবং তাদের উৎপাদনমূলক কাজে ব্যবহারের জন্য প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৯·২৫ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রমের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক বাধাগ্রস্তদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(ঙ) সহপাঠক্রম শিক্ষাঃ

৯·২৬ শিক্ষার ভিত্তিকে ব্যাপকতর করার লক্ষ্যে পাঠক্রমভুক্ত শিক্ষার পরিপূরক হিসেবে শিক্ষার্থীদের বিভিন্নমুখী প্রতিভা বিকাশের অনুকূল এবং বাঞ্ছিত মনোভঙ্গী, অনুরাগ ও আবেগ উদ্দীপক প্রয়োগমুখী সহপাঠক্রমিক শিক্ষার ব্যাপক আয়োজন থাকা বাঞ্ছনীয়।

৯·২৭ শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবহির্ভূত শিক্ষার উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের জন্য নানা বিষয়ে আকর্ষণীয় পুস্তক ও পত্রিকা সমৃদ্ধ পাঠাগার থাকা প্রয়োজন। এই পাঠাগার থেকে ছাত্রছাত্রীরা যাতে নিয়মিত পুস্তক ব্যবহার করতে পারে তারও ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৯·২৮ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান, সাহিত্য, কৃষি, সংগীত, বিতর্ক, নাটক প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও প্রয়োগমুখী জ্ঞান বৃদ্ধির প্রচেষ্টা সুসংগঠিত করার উদ্দেশ্যে ক্লাব এবং শিক্ষামূলক ভ্রমণ ক্লাব গঠন করা যেতে পারে।

৯·২৯ **শারীরিক শিক্ষাঃ** সুস্থ মন ও শরীর এবং সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্য ও শরীর চর্চা বিষয়ক সুপরিকল্পিত শিক্ষাদান করতে হবে। শিক্ষার্থীকে উৎপাদনমুখী জনশক্তিতে পরিণত করার জন্য শারীরিক শিক্ষা অপরিহার্য।

৯.৩০ প্রাথমিক স্তরে শিশুদেরকে খেলাধুলার মাধ্যমে শরীরচর্চার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষাদানের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

৯.৩১ মাধ্যমিক স্তরের কিশোর-কিশোরীদের দেহে ও মনে যে পরিবর্তন দেখা দেয় তার প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের জন্য উপযুক্ত শারীরিক শিক্ষা প্রবর্তন করতে হবে।

৯.৩২ উচ্চতর স্তরে শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত শারীরিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করতে হবে।

৯.৩৩ প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় শরীরচর্চা শিক্ষকের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৯.৩৪ জাতীয় ভিত্তিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে খেলাধুলা এবং শরীরচর্চার মান উন্নত রাখতে হবে। এছাড়া প্রতিটি স্তরে ব্যায়ামাগার, সাঁতারের জন্য পুকুর, খেলার মাঠ এবং প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৯.৩৫ সকল প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় ক্যাডেট কোর, স্কাউটিং এবং গার্লস গাইড জাতীয় প্রতিষ্ঠান থাকবে।

৯.৩৬ **সামরিক শিক্ষাঃ** স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুরক্ষিত করার জন্য বিভিন্ন বয়স্ ভিত্তিক প্রতিরক্ষামূলক সামরিক শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে। দেশের সকল কিশোর কিশোরী যুবক যুবতীকে সামরিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগদানের জন্য প্রস্তাবিত কৃষক আন্দোলন স্কুলসহ দেশের সকল বিদ্যায়তনকে এই শিক্ষাদানের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৯.৩৭ উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সামরিক বিজ্ঞান ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে থাকবে।

চ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাঃ

৯.৩৮ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার লক্ষ্য হবে জ্ঞান, দক্ষতা ও উপার্জন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৯.৩৯ সকল প্রকার আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিঠানকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৯.৪০ সাধারণভাবে প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নিয়মিত ক্লাসের সময়ের পরে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। স্থানীয়/গ্রাম সরকার বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সহযোগিতায় এই শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করবেন। এই শিক্ষাকেন্দ্রে বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীর জন্য বিভিন্ন সময় ও কর্মসূচী নির্দিষ্ট থাকবে। বিদ্যালয় পরিত্যাগকারীদের জন্য উপযুক্ত লেখাপড়া, খেলাধুলা, ব্যবহারিক জ্ঞান, হাতের কাজ ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া এবং বা[illegible] বয়স্কদের জন্য কৃষি ও অন্যান্য পেশা, পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক আলোচনা, হাতের কাজ, অক্ষর জ্ঞান, অভিজ্ঞতা বিনিময়, ছবির সাহায্যে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের আলোচনা স্থানীয় সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা, সংবাদপত্র পাঠের যোগ্যতা অর্জন, দেশবিদেশের ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন কর্মচারী এই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রে নিজ নিজ দপ্তরের কর্মসূচী ও সরকারী সুযোগ সুবিধা সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেবেন।

৯.৪১ সকল কলকারখানা, উৎপাদনমূলক প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল এবং সব রকম সংগঠন সম্ভাব্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এই কার্যক্রম যথাসম্ভব সাক্ষরতা কর্মসূচীকে সহায়তা করবে।

৯.৪২ এই শিক্ষায় পরামর্শদান ও সমন্বয় সাধনের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি সার্বক্ষণিক সেল বা প্রতিষ্ঠান থাকবে। জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ উক্ত সেলের পরামর্শ অনুযায়ী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পরিচালনা করবেন।

৯.৪৩ টেলিভিশন, রেডিও ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমকে এই শিক্ষায় ব্যবহার করতে হবে।

৯.৪৪ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পন্থা ও উপকরণ প্রস্তুতির জন্য গবেষণায় উৎসাহ দান করতে হবে।

দশম অধ্যায়

শিক্ষায় প্রচার মাধ্যমের ব্যবহার

১০·১ শিক্ষা প্রচারের জন্য রেডিও, টেলিভিশন, ফিল্ম ইত্যাদি মাধ্যমকে, ব্যাপক ও বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। সংবাদপত্রকে শিক্ষাপ্রচারে কার্যকরভাবে সহায়তা দান করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

১০·২ মুক্তবুদ্ধি উন্মেষের জন্য প্রচার মাধ্যম সম্পর্কে উদার নীতি গ্রহণ করাতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা আনুষ্ঠানিক ও গতানুগতিক শিক্ষার বাইরেও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে পারে এবং নানা প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সমস্যা উপলব্ধি করতে পারে। এক্ষেত্রে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা অপরিহার্য।

১০·৩ প্রচার মাধ্যমকে বিশেষত দর্শন মাধ্যম, যেমন চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, স্থির চিত্র, স্লাইড, রেখাচিত্র, চার্ট ইত্যাদিকে উপানুষ্ঠানিক ও হাতে-কলমে শিখার সহায়ক হিসেবে ব্যাপক ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০·৪ শিক্ষার ক্ষেত্রে টেলিভিশন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে এবং অচিরে দেশের সকল অঞ্চল থেকে তা দেখা সম্ভব হবে। তাই আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক উভয় প্রকার শিক্ষার ক্ষেত্রেই টেলিভিশনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার উদ্দেশ্যে বেতারের ব্যবহারও বৃদ্ধি করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বায়ত্বশাসিত শিক্ষা টেলিভিশন ও বেতার প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। অনুষ্ঠান প্রযোজনার জন্য তা প্রয়োজনীয় কারিগরি সুবিধা ও দক্ষতা সম্পন্ন হতে হবে এবং টেলিভিশন ও বেতারের জন্য তা শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান তৈরি করবে। এই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ পাঠ্যপুস্তক, বেতার ও টেলিভিশন প্রচারোপযোগী অনুষ্ঠানসূচী তৈরি করার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ দল গঠন প্রয়োজন। বর্তমান টেলিভিশন ও বেতার কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হবে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রযোজিত অনুষ্ঠান প্রতিদিন নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে পৃথক চ্যানেলে সম্প্রচার করা। এজন্য বর্তমান অডিও-ভিসুয়্যাল শিক্ষা কেন্দ্রকে আরো সমৃদ্ধ ও জোরালো করতে হবে। শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র নির্মাণ এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হবে।

১০·৫ (ক) বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে চালু করতে হবে। প্রথম পর্যায়ে প্রাথমিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং ক্রমশ মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতকোত্তর শিক্ষা বিস্তারে এ অনুষ্ঠানসূচী ব্যবহার করতে হবে।

(খ) এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্য জনসাধারণ যাতে অল্প মূল্যে বেতার যন্ত্র কিনতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। বর্তমানে প্রতিটি থানায় এবং পর্যায়ক্রমে ইউনিয়নে ও প্রতিটি গ্রামে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য একটি করে টেলিভিশন দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে।

(গ) যে-সব শিক্ষার্থী বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত বিষয়গুলির যে যে অংশ বুঝতে পারবে না তাদের জন্য প্রথম পর্যায়ে প্রত্যেক মহকুমায় একটি করে স্কুল নির্দিষ্ট থাকবে যেখানে তারা তাদের সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করবে।

(ঘ) এই পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রাপ্তদের শিক্ষার মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ান্তরে এই মূল্যায়ন করতে হবে।

১০·৬ প্রয়োগধর্মী বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কিত অধিব সংখ্যক পত্রিকা প্রকাশে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান করতে হবে।

একাদশ অধ্যায়

শিক্ষার উপকরণ

১১·১ শিক্ষার সর্বস্তরে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কাজ সকল ইচ্ছুক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দিতে হবে এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন প্রতিযোগিতামূলক হতে হবে।

১১·২ পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে শিক্ষক নির্দেশিকা থাকা প্রয়োজন এবং প্রত্যেক শিক্ষকের জন্য এই নির্দেশিকার ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।

১১·৩ উচ্চমানের পুস্তকের জন্য যথাযথ আর্থিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের উচ্চস্তরের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে (বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে) উৎসাহিত করতে হবে। এজন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রকাশনা কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে। সুলভে পাওয়ার জন্য বিদেশের প্রয়োজনীয় ভালো বই চুক্তি সাপেক্ষে এই কেন্দ্রে পুনর্মুদ্রণ করা যেতে পারে।

১১·৪ শিক্ষা উপকরণ তৈরিতে স্থানীয় উদ্যোগের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এরজন্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে।

১১·৫ জটিল গবেষণা উপকরণ ছাড়া সব কিছু দেশেই তৈরির উদ্যোগ নিতে হবে। মূল্যবান গবেষণা যন্ত্রপাতির পুনরাবৃত্তি বিলোপ করতে হবে। এজন্য একটি পুল প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

১১·৬ যেখানে সম্ভব কোনো প্রতিষ্ঠানে লব্ধ শিক্ষা উপকরণ নিকটবর্তী প্রতিষ্ঠানসমূহে পারস্পরিক স্বার্থে ব্যবহার করা যেতে পারে কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে যে এ ধরনের ব্যবহারের ফলে উপকরণসমূহের কোনো ক্ষতি সাধিত না হয়।

১১·৭ প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা উপকরণ বাবদ ব্যয় বরাদ্দ করতে হবে।

১১·৮ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সব ধরনের নোট বই অথবা অনুরূপ পুস্তক নিষিদ্ধ করতে হবে।

১১·৯ কেন্দ্রীয় সমবায় পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে প্রয়োজনীয় বিদেশী বইয়ের আমদানী ও সুষ্ঠু বিতরণ করা প্রয়োজন।

১১·১০ শিক্ষামূলক চার্ট, মানচিত্র, মডেল ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই সকল উপকরণ বিতরণের জন্য জেলা পর্যায়ে অডিও-ভিসুয়েল শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা উচিত। এই সকল কেন্দ্র শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র ও ফিল্মস্ট্রীপ নিয়মিত প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১১·১১ দেশের প্রকাশকদের সৃষ্টিশীল ও গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে উৎসাহিত করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে সরকারী অর্থানুকূল্যে উন্নত মানের যথোপযুক্ত বইয়ের ন্যূনতম বিক্রি নিশ্চিত করতে হবে এবং অধিক সংখ্যক গ্রন্থাগার ও পাঠাগার স্থাপনের মাধ্যমে ও সম্ভাব্য অন্যান্য সকল উপায়ে ব্যাপক পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

১২.১ শিক্ষা লাভের ফলশ্রুতিস্বরূপ শিক্ষার্থীর সার্বিক অগ্রগতির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা লাভই পরীক্ষা পদ্ধতির উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ হবেঃ

(ক) শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান ও জ্ঞানের উপলব্ধি মূল্যায়ন।

(খ) যথোপযুক্ত অভিজ্ঞতা, যথাযথ জ্ঞান ও বিশুদ্ধ ধারণা লাভের ক্ষেত্রে যে ত্রুটি রয়েছে তার কারণ নির্ণয় করা এবং সংশোধনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

(গ) শিক্ষার্থীর ভাবাবেগ, প্রবণতা, বুদ্ধিমত্তা, ব্যক্তিত্ব, কর্মকুশলতা, প্রয়োগিক দক্ষতা ও দৃষ্টিভংগী পরিবর্তনের মূল্যায়ন।

(ঘ) সমগ্র দেশের বা একটি অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের মানের সংগে তুলনামূলকভাবে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এবং শিক্ষার্থীর মান যাচাই করা।

(ঙ) স্কুলের শিক্ষকগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হতে সহায়তা করা এবং প্রয়োজনবোধে শিক্ষাদান পদ্ধতির পরিবর্তন ও পুনর্বিন্যাস করা।

(চ) শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের মান নির্ধারণের সংগে সংগে স্কুলের মানও নির্ধারণ করা এবং দুর্বল শিক্ষার্থী ও নিম্নমানের স্কুলগুলোকে উন্নত করার প্রচেষ্টা চালানো।

(ছ) পরীক্ষার ফলাফলের সার্টিফিকেট প্রদান করা।

১২.২ পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থীর সার্বিক গুণাবলীর ক্রমবিকাশ মূল্যায়িত হয় এবং উক্ত তথ্য ব্যবহার করে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে তার ব্যক্তিত্বের সার্থক ও সুষ্ঠু বিকাশ ঘটে সেজন্য পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করতে হবে এবং সে বিষয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১২.৩ পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সহায়তায় পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গবেষণা চালাতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে নতুন গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে।

১২.৪ শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ক্রমশ বহির্পরীক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্ব কমিয়ে আনতে হবে এবং বহির্পরীক্ষা ও আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে মূল্যায়ন পদ্ধতিকে শিক্ষার উৎকর্ষ বৃদ্ধির সহায়ক করে তুলতে হবে। বহির্পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করতে হলে শিক্ষার্থী অবশ্যই বাধ্যতামূলক বিষয়ে আভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় পাশ করবে। মৌখিক পরীক্ষা, ব্যবহারিক পরীক্ষা, শিক্ষার্থীর আচার-আচরণ, কর্ম-অভিজ্ঞতা, সেবামূলক কাজের দক্ষতা, আভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য অংশ হবে।

১২·৫ বহির্পরীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রশ্নমালা প্রণয়নের মান অবশ্যই উন্নত হতে হবে। এজন্য শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন শাখা' স্থাপন করতে হবে। এ শাখা অন্যান্য একাডেমিক প্রতিষ্ঠান যথা শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ শিক্ষা সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউট, মৌলিক শিক্ষা একাডেমী, শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় উন্নতমানের প্রশ্নমালা তৈরি ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করবে। উক্ত শাখা কর্তৃক পরীক্ষিত ও প্রকাশিত প্রশ্নমালা উন্নত নমুনা হিসেবে কাজ করবে। বহির্পরীক্ষা কোনো অবস্থাতেই অপরীক্ষিত প্রশ্নমালা ব্যবহার করা চলবে না। উল্লিখিত ব্যবস্থা দেশের বিভিন্ন শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় আদর্শ মানের প্রশ্নমালা উদ্ভাবনের জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে এবং এগুলো প্রকাশ করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিতরণ করার কিংবা ব্যবহার করার দায়িত্ব পালন করবে। প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতিটি পাঠ্য বিষয়ের জন্য সম্ভাব্য প্রশ্নমালার বই শিক্ষকদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে।

১২·৬ বহির্পরীক্ষার প্রশ্নমালা এরূপভাবে প্রণীত হবে যেন মূল্যায়নের জন্য অযথা বেশি সময় নষ্ট না হয়। এ কারণে বস্তু-নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালার সাহায্যে মূল্যায়ন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

১২·৭ শিক্ষার প্রত্যেক স্তরের (প্রাথমিক, নিম্ন-মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক) শেষে একটি সমাপনী বা প্রান্তিক পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং বিভিন্ন স্তরের সার্বিক পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি নিম্নরূপ হবে:

(ক) **প্রাথমিক স্তর:** প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীর মূল্যায়নে শিক্ষক বিদ্যালয়ে তার বৎসরব্যাপী লেখাপড়া শ্রেণী কক্ষে কর্ম-দক্ষতা আচার-আচরণ, দৈহিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী এবং ব্যক্তিত্বের অন্যান্য গুণের উপর ভিত্তি করে ক্রমপুঞ্জিত (Cumulative) পরিচয় বিবরণী পত্র সংরক্ষণ করবেন। এই ক্রমপুঞ্জিত পরিচয়পত্রের একটি নমুনা দেয়া থাকবে। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষকগণ স্বল্প সময়ের ব্যবধানে শ্রেণীকক্ষে পরীক্ষার ব্যবস্থা করবেন। তবে বছরে বার্ষিক পরীক্ষাসহ মোট তিনটি পরীক্ষার ববস্থা অবশ্যই করতে হবে। পঞ্চম শ্রেণীর শেষে প্রত্যেক স্কুলে অন্ততপক্ষে ১০% শিক্ষার্থী বাধ্যতামূলকভাবে বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করবে। যে-সব স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১০ জনের কম সে-সব স্কুলে কমপক্ষে একজনকে বৃত্তি পরীক্ষার জন্য পাঠাবে। জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে প্রত্যেক ইউনিয়ন শিক্ষা কমিটি বিশেষ নির্বাচিত হাই স্কুলের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। বর্তমানে প্রচলিত বৃত্তি পরীক্ষা প্রস্তাবিত জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ সরাসরি পরিচালনা করবেন। আভ্যন্তরীণ ও বহির্পরীক্ষার ফলাফল রেকর্ড কার্ডে পাশাপাশি দেখাতে হবে। আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার মান বহির্পরীক্ষার শেষ হওয়ার পূর্বেই যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছাতে হবে। প্রাথমিক স্তরের প্রান্তিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ সরবরাহ ও প্রণয়ন করবেন।

(খ) **নিম্ন-মাধ্যমিক স্তর:** (১) ত্রৈমাসিক ও ষাণ্মাসিক পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যায়ন বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষ নিজেরাই করবে। প্রশ্নপত্র প্রয়োজন অনুসারে সংক্ষিপ্ত, রচনাধর্মী ও নৈর্ব্যক্তিক হবে। পরবর্তী শ্রেণীতে প্রমোশনের জন্য প্রতিটি বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পাশ করতে হবে।

যদি কোন ছাত্র-ছাত্রী বার্ষিক পরীক্ষায় খারাপ করে বা পরীক্ষা দিতে না পারে তা'হলে তার প্রমোশন ক্রমপুঞ্জিত রেকর্ডের ভিত্তিতে পুনঃ পরীক্ষা না করেও দেয়া যেতে পারে।

(২) ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবণতা, মূল্যবোধ, সৃজনশীলতা, ব্যক্তিত্ব, খেলাধুলা ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ মূল্যায়ন করে এসব প্রত্যেক স্কুলে রক্ষিত ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত ক্রমপুঞ্জিত রেকর্ডে সন্নিবেশিত করা প্রয়োজন।

(৩) কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে যে সকল প্রশ্নমালার বই সরবরাহ করা হবে তার নমুনার ভিত্তিতে প্রত্যেক স্কুল বাৎসরিক পরীক্ষার জন্য প্রশ্নমালা তৈরি করবে। প্রত্যেক স্কুল পরীক্ষা পরিচালনার জন্য প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি স্কুলের পরীক্ষার সর্বপ্রকার নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্বে থাকবেন। এই কমিটি জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রশ্নপত্র এনে জেলা কমিটি কর্তৃক পূর্ব নির্দ্ধারিত সময়ে পরীক্ষা নেয়ার বন্দোবস্ত করবেন।

(৪) অষ্টম শ্রেণীর শেষে বাধ্যতামূলকভাবে প্রত্যেক স্কুলের অন্ততপক্ষে শতকরা বিশজন শিক্ষার্থীর জন্য বৃত্তি পরীক্ষা উন্নতমানের প্রশ্নমালার সাহায্যে গৃহীত হবে। যে সকল শিক্ষার্থী বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য নির্বাচিত হবে তাদের মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থাও থাকতে হবে। মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্যও পরীক্ষিত প্রশ্নমালা ব্যবহার করতে হবে এবং নির্দিষ্ট নম্বর প্রদানের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

(গ) **মাধ্যমিক স্তর:** (১) এই স্তরেও প্রাথমিক স্তরের ন্যায় শিক্ষার্থীর ক্রমপুঞ্জিত পরিচয় পত্র সংরক্ষণ করতে হবে। এখানেও বার্ষিক পরীক্ষাসহ মোট তিনটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ ও ফলাফলের রেকর্ড থাকবে।

(৩) আদর্শ মানের প্রশ্নমালা বিভিন্ন স্কুলে পাঠাতে হবে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এসকল প্রশ্নমালার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করবে। এ সকল প্রশ্নমালার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকগণও অনুরূপ প্রশ্নমালা তৈরি করে শ্রেণীতে প্রয়োগ করবেন।

(৪) মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

(৫) উন্নত প্রশ্নমালার সাহায্যে এ স্তরের যথাযথ নিয়মে পরীক্ষা গৃহীত হবে, তবে ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে গতানুগতিক পদ্ধতির পরিবর্তন করতে হবে। পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার এক মাসের মধ্যে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে হবে।

(৬) প্রধানত নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালার মাধ্যমে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হবে। তবে বিষয়ের চাহিদা অনুযায়ী রচনামূলক ছোটবড় প্রশ্নও ব্যবহার করা যাবে।

(৭) এ ধরনের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের সকল বিষয়েই বহির্পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে হবে, তবে কমপক্ষে বাংলা ও অংকসহ মোট যে কোনো পাঁচটি বিষয়ে যোগ্যতাসূচক নম্বর লাভ করতে হবে।

(৮) বাংলা ও গণিতসহ যে কোনো পাঁচটি বিষয়ের সর্বোচ্চ নম্বর যোগ করে বৃত্তি প্রদানের জন্য শিক্ষার্থী নির্বাচন করা যাবে।

(ঘ) **উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর:** (১) দশম শ্রেণীর ন্যায় দ্বাদশ শ্রেণীতে শেষেও বহির্পরীক্ষা গৃহীত হবে এবং সে অনুযায়ী ফল প্রকাশ করা হবে।

(২) বিষয় ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে এই স্তরের নৈর্ব্যক্তিক বা রচনামূলক প্রশ্নমালা প্রণীত হবে।

(৩) উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি অথবা চাকুরীর জন্য প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ প্রয়োজন ও মান নির্ধারণ করবে এবং সে অনুযায়ী শিক্ষার্থী ও প্রার্থী বাছাই করবে।

(৪) বহির্পরীক্ষায় ফল প্রকাশের সার্টিফিকেটে আভ্যন্তরীণ এবং বহির্পরীক্ষার নম্বরসমূহের উল্লেখ থাকবে এবং কৃতকার্যতা ডিভিশন দিয়ে চিহ্নিত করা হবে। ভবিষ্যতে ডিভিশনের স্থলে পরীক্ষার ফলাফল শতাংশ মানে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

(ঙ) **উচ্চশিক্ষা:** উচ্চ শিক্ষায় মূল্যায়ন কোর্স সিস্টেমে করতে হবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শিক্ষক প্রসংগ

১৩.১ শিক্ষকতা পেশাকে যথোপযুক্ত রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য শিক্ষকদেরকে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে সম্মানিত করা উচিত।

১৩.২ শিক্ষকদের মর্যাদা সম্পর্কিত ইউনেস্কো এবং আই. এল. ও-এর সুপারিশের আলোকে শিক্ষকদের জন্য সুনির্দিষ্ট ও সুবিন্যস্ত চাকুরীবিধি প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন করতে হবে। বেসরকারী কলেজ শিক্ষকদের অবৈধভাবে চাকুরীচ্যুতি বন্ধ করে শিক্ষকদের মনে চাকুরীর নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি করা এবং সকল কলেজের পরিচালনা পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলীর মধ্যে অভিন্ন সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন মোতাবেক চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, আঞ্চলিক জনশিক্ষা পরিদপ্তর, শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধি সমন্বয়ে সরকার কর্তৃক একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন 'বোর্ড ফর কলেজ এফেয়ার্স' গঠন করতে হবে। অনুরূপভাবে সর্বস্তরে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শিক্ষকদের চাকুরীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩.৩ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বেতন দ্রব্যমূল্যের সূচকের ভিত্তিতে অন্যান্য স্তরের সমযোগ্যতা সম্পন্ন সরকারী কর্মচারীদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

১৩.৪ সমযোগ্যতা সম্পন্ন একই পর্যায়ের শিক্ষকগণ সমান বেতন পাবেন। পদোন্নতির ক্ষেত্রে উচ্চতর ডিগ্রী, গবেষণা কার্যক্রম, পেশাগত দক্ষতা ও চাকুরীর মেয়াদকাল প্রভৃতি বিচারে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

১৩.৫ বাংলা ভাষায় প্রণীত মূল্যবান গবেষণা, উচ্চতর শিক্ষায় সহায়ক গ্রন্থ রচনা বা অনুবাদের জন্য শিক্ষকদেরকে অতিরিক্ত বর্ধিত বেতন (ইনক্রিমেন্ট) দেয়া প্রয়োজন।

১৩.৬ শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন প্রশাসনিক ও দায়িত্বপূর্ণ পদে শিক্ষকদের নিয়োগ করা প্রয়োজন এবং শিক্ষা সম্পর্কীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি নির্ধারণের বেলায় শিক্ষক প্রতিনিধিদের বক্তব্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

১৩.৭ যে কোনো পর্যায়ের শিক্ষকতা পেশায় কোনোক্রমেই অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা চলবে না এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনিয়ম ও অসদুপায় সূত্রে নিযুক্ত যোগ্যতাহীন শিক্ষকদের অপসারণ করে যোগ্য শিক্ষক নিযুক্ত করতে হবে।

১৩.৮ সরকারী কলেজের চাকুরী বিধির আমূল সংস্কার ও পদসমূহের পুনর্বিন্যাস করে সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষকদের অনুপাত মোটামুটি ১ : ২ : ৪ করতে হবে।

১৩·৯ সর্বস্তরে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে সকল পদে শিক্ষকদের পদোন্নয়নের সুযোগ অত্যন্ত কম বা একেবারেই নেই, সে সকল ক্ষেত্রে যুক্তিসংগত সময়ান্তে পেশাগত দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষকদের জন্য টাইম স্কেল/সিলেকশন গ্রেডের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১৩·১০ একই পর্যায়ের সমযোগ্যতা সম্পন্ন সরকারী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একই বেতনের স্কেল প্রবর্তন করতে হবে।

১৩·১১ বিদেশী বৃত্তি ও উচ্চতর প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং প্রশাসনিক জটিলতার ফলে এ ধরনের যে সুযোগ প্রতি বছর নষ্ট হয় তা দূর করতে হবে। তাছাড়া পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উচ্চতর প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

১৩·১২ সরকারী কর্মচারী ব্যতীত সর্বস্তরের শিক্ষকদের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে অংশ গ্রহণের অধিকার থাকবে, এর জন্য তাঁদের স্বীয় পদে পদত্যাগের প্রয়োজন হবে না।

১৩·১৩ সরকারী দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষক, কবি, সাহিত্যিক প্রমুখ সুধীবৃন্দের সৃজনশীল, সাহিত্যধর্মী, গবেষণামূলক ও পেশাগত রচনা ও বক্তব্য প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে। রেডিও, টেলিভিশন, পত্রপত্রিকা প্রভৃতি গণমাধ্যমেও শিক্ষক ও অন্যান্যদের অংশগ্রহণের প্রচলিত বিধিনিষেধ থাকবে না। তবে বক্তব্য ও মতামত প্রকাশের জন্য প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

শিক্ষা প্রশাসন

১৪·১ শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে। বিকেন্দ্রীত শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হবে জেলা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ। শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিচালনার দায়িত্ব জেলা পর্যায়ে ন্যস্ত হবে।

১৪·২ শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিম্নরূপ হবেঃ

(ক) জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক সুপারিশকৃত নীতির যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ।

(খ) বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখে যথাযথ নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সে সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া, মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তকে সর্বক্ষেত্রে পরিষদ কর্তৃক প্রণীত শিক্ষানীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলা।

(গ) শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় বাজেট প্রণয়ন, যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তা অনুমোদন এবং বিভিন্ন কর্মসূচীর বাস্তবায়নের জন্য নিয়োজিত সকল পর্যায়ের কর্তৃপক্ষের কাছে যথাযথভাবে এবং যথাসময়ে অর্থ বণ্টন।

(ঘ) জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক, সকল বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের নিয়োগ, বদলী ও চাকুরী সংক্রান্ত সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করা।

(ঙ) শিক্ষা বিভাগের শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের বিদেশে প্রশিক্ষণ ও স্বল্পমেয়াদী সফর সংক্রান্ত সকল বিষয়ে তদারক করা, প্রশিক্ষণ ও স্বল্পমেয়াদী সফর উভয়ক্ষেত্রেই কর্মচারীদের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সুপারিশের ভিত্তিতে করতে হবে।

(চ) শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে সকল উন্নয়ন প্রকল্প যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ।

১৪·৩ সারা দেশকে সাধারণ শিক্ষার জন্য চারটি শিক্ষা অঞ্চল এবং বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার জন্য দুটি শিক্ষা অঞ্চলে বিভক্ত করা হবে। সাধারণ শিক্ষার জন্য অঞ্চলসমূহের ভৌগোলিক সীমা বর্তমান বিভাগসমূহের ভৌগোলিক সীমার অনুরূপ হবে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য দুটি অঞ্চল (রাজশাহী ও খুলনা বিভাগ নিয়ে একটি এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ নিয়ে একটি) গঠিত হবে।

১৪·৪ চারটি অঞ্চলে সাধারণ শিক্ষার জন্য চারটি আঞ্চলিক পরিদপ্তর এবং দুটি অঞ্চলে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য দুটি আঞ্চলিক কারিগরি শিক্ষা পরিদপ্তর স্থাপিত হবে। সকল পরিদপ্তর সরাসরি মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকবে।

১৪.৫ আঞ্চলিক পরিদপ্তরের প্রধানের পদমর্যাদা সরকারের অতিরিক্ত সচিবের সমতুল্য হবে। তাঁর অধীনে আঞ্চলিক পরিদপ্তরে শিক্ষার বিভিন্ন দিক দেখার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপ-পরিচালক থাকবেন, যাঁদের পদমর্যাদা সরকারের উপ-সচিবের সমতুল্য হবে। প্রতিটি আঞ্চলিক পরিদপ্তরে একজন প্রধান পরিদর্শক থাকবেন, যাঁর পদমর্যাদা সরকারের যুগ্ম-সচিবের সমতুল্য হবে। প্রধান পরিদর্শকের অধীনে সরকারের উপ-সচিবের পদমর্যাদা সম্পন্ন প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিদর্শক থাকবেন।

১৪.৬ আঞ্চলিক সাধারণ শিক্ষা পরিদপ্তরের দায়িত্ব হবেঃ

(ক) অঞ্চলের আয়ত্বাধীন (কারিগরি শিক্ষা ছাড়া) সকল এলাকার শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন, শিক্ষা প্রশাসনের সকল দিক তদারক, সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, প্রশাসন ও উন্নয়ন উভয় ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ, পরিদর্শন ও সমন্বয় সাধন।

(খ) জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের বাজেট বরাদ্দ ও অনুমোদন।

(গ) বিশ্ববিদ্যালয় ও স্বায়ত্বশাসিত কলেজসমূহ ব্যতীত অঞ্চলের আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত) এবং সকল জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের একাডেমিক বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ, পরিদর্শন ও সমন্বয় সাধন।

(ঘ) অঞ্চলের মধ্যে সাধারণ শিক্ষা বিভাগের সকল পর্যায়ের কর্মচারীদের (মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত কর্মচারী ছাড়া) নিয়োগ, বদলী, নিয়ন্ত্রণ, পদোন্নতি, দেশের ভিতরে প্রশিক্ষণ এবং চাকুরি সংক্রান্ত অন্যান্য দায়িত্ব বহন।

(ঙ) কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মচারী ছাড়া অন্য সকল বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়মিত বেতন অন্যান্য সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ।

আঞ্চলিক কারিগরি শিক্ষা পরিদপ্তরের দায়িত্ব হবেঃ

(ক) অঞ্চলের আওতাধীন কারিগরি শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন, শিক্ষা প্রশাসনের সকল দিক তদারক, সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, প্রশাসন ও উন্নয়ন উভয় ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ, পরিদর্শন ও সমন্বয় সাধন।

(খ) কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ, পরিদর্শন ও সমন্বয় সাধন।

(গ) কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং আঞ্চলিক অফিসে কর্মরত কর্মচারীদের (মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত কর্মচারী ছাড়া) নিয়োগ, বদলী, নিয়ন্ত্রণ, পদোন্নতি, দেশের ভিতরে প্রশিক্ষণ এবং চাকুরী সংক্রান্ত অন্যান্য দায়িত্ব বহন।

(ঘ) কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মচারীর নিয়মিত বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ।

১৪·৭ প্রতিটি জেলায় একটি করে জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ স্থাপিত হবে। জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ সংবিধিবদ্ধ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হবে। এতে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকসহ অন্যান্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব থাকবে। জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের প্রধান হবেন পরিচালক, তাঁকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিয়োগ ও বদলী করবেন, কিন্তু তিনি নিজে তাঁর জেলা শিক্ষা বিভাগীয় সকল কর্মচারীর নিয়োগকর্তা এবং জেলার মধ্যে বদলীর কর্তৃপক্ষ হবেন। আন্তঃজেলা বদলীর দায়িত্ব বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত থাকবে।

১৪·৮ জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হবেঃ

(ক) প্রাথমিক থেকে স্নাতক (সাধারণ) পর্যায় পর্যন্ত সকল পর্যায়ের শিক্ষা, প্রশাসন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করা। এ দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকবে।

(খ) জেলার শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প প্রণয়ন করবেন। এ সকল পরিকল্পনা ও প্রকল্প শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় পরিকল্পনার ভিত্তি হবে।

(গ) শিক্ষা সংক্রান্ত রাজস্ব ও উন্নয়ন তহবিল সরকার কর্তৃক জেলা কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত করা হবে এবং জেলা কর্তৃপক্ষ পরিকল্পিত কর্মসূচীর ভিত্তিতে তা যথাযথ ব্যবহারের জন্য দায়ী থাকবেন।

(ঘ) জাতীয় ভিত্তিতে অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ জেলা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে।

(ঙ) স্থানীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্য কর্তৃপক্ষ একটি আর্থিক সীমার ভিতর জেলার জন্য প্রকল্প প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করবেন।

(চ) বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে কার্যকর করে তোলার জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন এবং প্রয়োজনবোধে জেলার সীমার ভেতরে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানে বদলী করতে পারবেন।

(ছ) জেলা কর্তৃপক্ষ সকল সাধারণ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করবেন।

(জ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বীকৃতি প্রদানের দায়িত্ব এবং সেগুলো সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের ও সংরক্ষণের দায়িত্ব জেলা কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত থাকবে।

(ঝ) বিশেষ ধরনের শিক্ষা প্রকল্প, যেমন জনসংখ্যা শিক্ষা প্রকল্প, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প, বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প ইত্যাদি জেলা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে।

১৪.৯ জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের একটি পরিচালনা পরিষদ থাকবে, যা জনপ্রতিনিধি, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও বিদ্যানুরাগী সংশিলষ্ট সরকারী বিভাগের প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, মহিলা ও শিক্ষক প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হবে। জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক ও সার্বক্ষণিক সদস্যগণ ছাড়াও নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ পরিচালনা পরিষদের সদস্য হবেনঃ

(ক) কলেজ শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধি (সরকারী)	...	১ জন
(খ) কলেজ শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধি (বেসরকারী)	...	ঐ
(গ) মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধি (বেসরকারী)	...	ঐ
(ঘ) মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধি (সরকারী)	...	ঐ
(ঙ) কারিগরি শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধি	...	ঐ
(চ) প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধি	...	ঐ
(ছ) মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধি	...	ঐ
(জ) সকল স্তরের শিক্ষক প্রতিনিধি (জেলার সমস্ত স্তরের শিক্ষক দ্বারা নির্বাচিত)	...	৫ জন
(ঝ) বৃত্তিমূলক শিক্ষক প্রতিনিধি	...	১ জন
(ঞ) বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি	...	ঐ
(ট) ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধি	...	ঐ
(ঠ) পৌরসভার প্রতিনিধি	...	ঐ
(ড) মহিলা প্রতিনিধি	...	২ জন
(ঢ) প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ	...	ঐ
(ণ) প্রখ্যাত বিদ্যানুরাগী	...	ঐ
(ত) চেম্বার অব কমার্স প্রতিনিধি	...	১ জন
(থ) বার সমিতি প্রতিনিধি	...	ঐ
(দ) সাংবাদিক প্রতিনিধি	...	ঐ
(ধ) সংসদ সদস্য প্রতিনিধি	...	২ জন
(ন) কৃষক প্রতিনিধি	...	ঐ
(প) শ্রমিক প্রতিনিধি	...	ঐ
(ফ) জেলা প্রশাসক, সিভিল সার্জন, কৃষি কর্মকর্তা, পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, পানি, বিদ্যুৎ, সড়ক ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী মৎস্য ও পশুপালন কর্মকর্তা, পুলিশ কর্মকর্তা ও জেলা জজ।	...	১২ জন

১৪·১০ পরিচালনা পরিষদ বছরে অন্তত দু'বার বৈঠকে মিলিত হবেন। এই পরিষদের উপর নিম্নলিখিত দায়িত্ব অর্পিত হবেঃ

(ক) উন্নয়ন বাজেট অনুমোদন করা

(খ) প্রশাসনিক কার্যাবলীর পর্যালোচনা করা

(গ) শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্বন্ধে নীতিমালার প্রণয়ন করা

(ঘ) সমস্ত পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব অভিযোগ বিবেচনা করা এবং

(ঙ) জেলায় নিযুক্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মহকুমা ও থানা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলী অনুমোদন করা।

১৪·১১ বছরে একবার এই পরিষদ জেলার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষানুরাগী ও শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি শিক্ষা সম্মেলনে মিলিত হবেন এবং শিক্ষার সার্বিক সমস্যাবলী পর্যালোচনা করবেন। এই সম্মেলন বিভিন্ন বছরে জেলার বিভিন্ন স্থানে আয়োজন করার চেষ্টা করা হবে। সম্মেলনের সুপারিশসমূহ জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সাধারণ নির্দেশিকা বলে বিবেচিত হবে।

১৪·১২ পরিচালনা পরিষদের সভার সূচনা করবেন জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক। পরে সদস্যদের ভেতর থেকে প্রতি সভায় সভাপতি নির্বাচিত হবেন।

১৪·১৩ জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের একটি নির্বাহী পরিষদ থাকবে। কর্তৃপক্ষ পরিচালক নির্বাহী পরিষদের সভাপতি হবেন এবং পরিষদের সার্বক্ষণিক সদস্যবৃন্দ নির্বাহী পরিষদের সদস্য হবেন। জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের পরিচালক অবশ্যই একজন শিক্ষাবিদ অথবা প্রস্তাবিত শিক্ষা সার্ভিসের সদস্য হবেন।

১৪·১৪ নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক সদস্য হবেন এবং তাঁরা উপ-সচিবের পদমর্যাদা সম্পন্ন হবেনঃ

(ক) প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য

(খ) মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য

(গ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য

(ঘ) কারিগরি, বৃত্তিমূলক, কৃষি, প্রকৌশল ও চিকিৎসা শিক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য

(ঙ) শিক্ষা প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য

(চ) উন্নয়ন সমন্বয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য

(ছ) পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য এবং

(জ) পরিদর্শনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য।

১৪'১৫ নির্বাহী পরিষদ জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা করবেন।

১৪'১৬ জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন বিভাগ থাকবে। এগুলোর ভেতর অন্তর্ভুক্ত থাকবেঃ প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ, মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ, মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, উচ্চ মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিভাগ, কৃষি শিক্ষা বিভাগ, বয়স্ক শিক্ষা বিভাগ, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিভাগ, বিশেষ শিক্ষা বিভাগ, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, পরিদর্শন বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, সাধারণ প্রশাসন বিভাগ ও অন্যান্য।

১৪'১৭ স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানসমূহ জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তসমূহের ভিত্তিতে শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

১৪'১৮ প্রাথমিক পর্যায়সহ সকল পর্যায়ের প্রান্তিক পরীক্ষা গ্রহণ শিক্ষা প্রশাসন পরিচালনা এবং স্নাতক (সাধারণ) পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা কেন্দ্রের সকল বিষয়ে জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ জেলা পর্যায়ের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হবে এবং সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন।

১৪'১৯ জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ গঠিত হবার পর বর্তমান মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ড-সমূহ অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে এবং সেগুলো বাতিল হয়ে যাবে।

১৪'২০ আপাতত ঢাকা মহানগরীর জন্য জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের অনুরূপ একটি মহানগরী শিক্ষা কর্তৃপক্ষ স্থাপিত হবে। পরবর্তী পর্যায়ে প্রয়োজনবোধে অন্যান্য শহরের জন্যও এ ধরনের শিক্ষা কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

১৪·২১ কলেজে সাধারণত স্নাতক (সাধারণ) পর্যায় পর্যন্ত পড়ানো হবে। নির্দিষ্ট কয়েকটি কলেজে শুধুমাত্র স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদান করা হবে। এ কলেজসমূহ স্বায়ত্বশাসিত হবে এবং প্রতিষ্ঠিত কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত থাকবে। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ডিগ্রী প্রদান করা হবে।

১৪'২২ শিক্ষা গবেষণাকে সমৃদ্ধ করার জন্য এবং এক্ষেত্রে সকল প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য জাতীয় ভিত্তিতে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষা গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হবে। এ কাউন্সিল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাথে, আঞ্চলিক পরিদপ্তরের সাথে এবং জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সাথে সংযোগ ও সমন্বয় রক্ষা করে কাজ করবে।

১৪'২৩ দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণভাবে স্বায়ত্বশাসিত হবে। চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রণীত ১৯৭৩ সালের এ্যাক্টসমূহ পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে। ঢাকা ইউনিভার্সিটির এ্যাক্ট ১৯৭৩-এর উপর পরবর্তীকালে জারীকৃত সংশোধনী বাতিল করতে হবে। প্রকৌশল ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রণীত আইন গণতান্ত্রিক উপাদান সম্বলিত হবে ও গণতান্ত্রিক নীতিমালার ভিত্তিতে রচিত হবে।

১৪'২৪ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অর্থ বরাদ্দ করবে এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করবে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্বশাসনে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করবে না।

১৪·২৫ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ জাতীয় শিক্ষা নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পরিচালিত হবে।

১৪·২৬ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা পর্যায়ের সকল পদের শতকরা ১০০ ভাগ পদে শিক্ষাবিদ বা শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে এ সকল পদে নিয়োগ যাতে শিক্ষার সকল স্তর থেকে সুষমভাবে হয়।

১৪·২৭ শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে এবং তাতে সকল পর্যায়ের শিক্ষা প্রশাসকদের সুপরিকল্পিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৪·২৮ শিক্ষা সার্ভিস নামে একটি ক্যাডার সার্ভিস খুলতে হবে যাতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রার্থীগণ উপযুক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ঐচ্ছিকভাবে প্রশাসনিক কিংবা শিক্ষকতার কাজে যেতে পারেন। দেশের অন্যান্য ক্যাডার সার্ভিসের কর্মকর্তাগণ যে-সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকেন, শিক্ষা সার্ভিসের কর্মকর্তাগণও অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন। কর্মরত শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রশাসকদের ক্ষেত্রে পারস্পরিক পদ বিনিময়ের সুযোগ থাকবে।

১৪·২৯ বিদেশে দীর্ঘমেয়াদী বৃত্তির ক্ষেত্রে এবং বিদেশে স্বল্পমেয়াদী সফরের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।

১৪·৩০ প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও উন্নয়নের জন্য আঞ্চলিক পরিদপ্তরে একটি স্থায়ী সংবিধিবদ্ধ কমিটি থাকবে। এ কমিটি প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত সকল বিষয় তদারক করবেন এবং মন্ত্রণালয়ের কাছে প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করবেন। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক ও অন্যান্য প্রতিনিধিদের নিয়ে এই কমিটি গঠিত হবে।

১৪·৩১ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং কলেজ অধ্যক্ষগণের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কলেজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ শিক্ষক পরিষদের পরামর্শক্রমে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৪·৩২ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষকের বদলী যথাসম্ভব কম হবে।

১৪·৩৩ ডিগ্রী কলেজের সকল একাডেমিক বিষয়ের জন্য একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন একাডেমিক কমিটি থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষকগণ কলেজ পরিদর্শন এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কলেজে শিক্ষকতা করবেন। অনুরূপ-ভাবে কলেজ থেকে অভিজ্ঞ শিক্ষকরা শিক্ষকতা ও গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবেন।

১৪·৩৪ স্কুল কলেজ পরিচালনার ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে।

১৪·৩৫ শিক্ষানীতি সুপারিশের জন্য একটি জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে। এই পরিষদ প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্ন সময়ে শিক্ষানীতি পর্যালোচনা, বাস্তবায়নে পরামর্শ ও মূল্যায়নে সহায়তা করবেন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী নীতি বিষয়ক পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

১৪·৩৬ জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের একটি স্থায়ী দপ্তর থাকবে এবং পরিষদের কাজের সহায়তার জন্য এ দপ্তর বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তার পদ সৃষ্টি করতে হবে।

১৪·৩৭ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীনে শিক্ষা ও গবেষণামূলক বৃত্তিসমূহ শুধুমাত্র সকল স্তরের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষকদের মধ্যে সুষমভাবে বন্টন করতে হবে। অনুরূপভাবে শিক্ষা প্রশাসন ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিদেশী বৃত্তি শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

১৪·৩৮ দেশের সার্বিক উন্নয়নে বৃত্তিমূলক, কারিগরি ও প্রকৌশল শিক্ষার ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব ও চাহিদার প্রেক্ষিতে এই জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ, অর্থ সংস্থান, বাস্তবায়ন, সমন্বয় সাধন ইত্যাদি দায়িত্ব পালনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি বিশেষ সেল থাকবে।

১৪·৩৯ জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের পরিচালনাধীন সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে করতে হবে।

১৪·৪০ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের, চাকুরীবিধি সময়োপযোগী করে প্রণয়ন করতে হবে। এই স্তরের শিক্ষকদের বেতন, সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি অন্যান্য শিক্ষকদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

১৪·৪১ বেসরকারী কলেজগুলোর পরিচালনা ভার থাকবে স্থানীয় জনসাধারণ, কলেজ কর্তৃপক্ষ ও সরকারের উপর। আর্থিক ব্যাপারে সরকারকে স্বীকৃত কলেজগুলোর ঘাটতি পূরণ করতে হবে।

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Center
Savar Dhaka